বিচারকচরিত

কানান দেশে গোষ্ঠীগুলোর বসতি স্থাপনের বিবরণ

১যোশুয়ার মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা এই বলে প্রভুর অভিমত যাচ্না করল: 'কানানীয়দের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের মধ্যে কে প্রথম যাবে?' ২ প্রভু উত্তর দিলেন: 'যুদা যাবে: দেখ,
আমি দেশ তার হাতে তুলে দিয়েছি।' ৩ তখন যুদা তার ভাই সিমেয়োনকে বলল, 'গুলিবাঁট দ্বারা
আমার জন্য যে এলাকা বণ্টন করা হয়েছে, আমার সঙ্গে আমার সেই এলাকায় এসো; আমরা
কানানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব; পরে, গুলিবাঁট দ্বারা তোমার জন্য যে এলাকা বণ্টন করা হয়েছে,
আমি তোমার সঙ্গে তোমার সেই এলাকায় যাব।' সিমেয়োন তার সঙ্গে গেল। ৪ তাই যুদা রওনা
হল, আর প্রভু কানানীয়দের ও পেরিজীয়দের তাদের হাতে তুলে দিলেন; তারা বেসেকে তাদের
দশ হাজার লোককে পরাভূত করল; ৫ বেসেকে তারা আদোনী-বেসেককে পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করল ও কানানীয় ও পেরিজীয়দের পরাভূত করল। ৬ আদোনী-বেসেক পালিয়ে গেলেন, কিন্তু
তারা তাঁর পিছনে ধাওয়া করে তাঁকে ধরল ও তাঁর হাত-পায়ের বৃদ্ধাঙুল কেটে দিল। ৭
আদোনী-বেসেক বললেন, 'হাত-পায়ের বৃদ্ধাঙুল ছিন্ন করা এমন সত্তরজন রাজাই আমার মেজের
নিচে পড়া খাবারের টুকরোগুলো কুড়োতেন: পরমেশ্বর আমাকে সেইমত প্রতিফল দিয়েছেন!'
তারা তাঁকে যেরুসালেমে আনল আর সেখানে তাঁর মৃত্যু হল।

৮ যুদা-সন্তানেরা যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তা হস্তগত করল ও খড়্গের আঘাতে তাদের
প্রাণে মারল; পরে আগুন ধরিয়ে শহর পুড়িয়ে দিল। ৯ তারপর তারা পার্বত্য অঞ্চলে, নেগেবে ও
নিম্নভূমিতে যত কানানীয় বাস করছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল।

১০ যে কানানীয়েরা হেব্রোনে বাস করছিল, যুদা তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করে শেশাই,
আহিমান ও তাল্‌মাইকে আঘাত করল: আগে ওই হেব্রোনের নাম কিরিয়াৎ-আর্বা ছিল। ১১ সেখান
থেকে সে দেবির-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল: আগে দেবিরের নাম ছিল
কিরিয়াৎ-সেফের। ১২ তখন কালেব বললেন, 'যে কেউ কিরিয়াৎ-সেফের আক্রমণ করে হস্তগত
করবে, তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ে আক্সার বিবাহ দেব।' ১৩ কালেবের কনিষ্ঠ ভাই কেনাজের
সন্তান অৎনিয়েল শহরটা হস্তগত করলে তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর আপন মেয়ে আক্সার বিবাহ
দিলেন। ১৪ ওই মেয়ে স্বামীর ঘরে আসার সময় থেকেই স্বামী তার মনে এই চিন্তা ঢোকালেন, সে
যেন পিতার কাছে একটা মাঠ চায়। কিন্তু সে গাধা থেকে নামলে কালেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'ব্যাপারটা কি?' ১৫ উত্তরে সে বলল, 'একটি আশীর্বাদ দান করুন: যেহেতু আপনি আমাকে নেগেব
অঞ্চলটা দিয়েছেন, সেজন্য জলের উৎসগুলিও আমাকে দিন।' তাই তিনি তাকে উপরের
উৎসগুলো ও নিচের উৎসগুলো দিলেন।

১৬ মোশীর কেনীয় শ্বশুরের সন্তানেরা যুদা-সন্তানদের সঙ্গে খেজুরপুর থেকে আরাদের
দক্ষিণদিকে অবস্থিত যুদা-মরুপ্রান্তরে উঠে গেল; তারা গিয়ে জনগণের মধ্যে বসতি করল।

১৭ পরে যুদা তার ভাই সিমেয়োনের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করলে, সেফাতে যে কানানীয়েরা বাস
করছিল, তাদের আঘাত করে শহরটাকে বিনাশ-মানতের বস্তু করল; এজন্য শহরটার নাম হর্মা
হল। ১৮ যুদা অঞ্চল সমেত গাজা, অঞ্চল সমেত আস্কালোন ও অঞ্চল সমেত এক্রোনও হস্তগত
করল। ১৯ প্রভু যুদার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর সে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের দেশছাড়া করল;

কিন্তু নিম্নভূমির অধিবাসীদের সে দেশছাড়া করতে পারল না, যেহেতু তাদের লোহার রথ ছিল।
২০ মোশী যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেইমত হেব্রোন কালেবকে দেওয়া হল, আর তিনি সেখান
থেকে আনাকের তিন সন্তানকে তাড়িয়ে দিলেন। ২১ বেঞ্জামিন-সন্তানেরা যেরুসালেম-নিবাসী
যেবুসীয়দের দেশছাড়া করতে পারল না; তাই যেবুসীয়েরা আজ পর্যন্ত বেঞ্জামিন-সন্তানদের সঙ্গে
যেরুসালেমে বাস করে আসছে।

২২ একই প্রকারে যোসেফকুল বেথেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল, এবং প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে
ছিলেন। ২৩ যোসেফকুল বেথেল পরিদর্শন করতে লোক পাঠাল; আগে শহরটার নাম লুজ ছিল। ২৪
চরেরা ওই শহর থেকে একজনকে বাইরে আসতে দেখে তাকে বলল, 'শহরে প্রবেশের জন্য এক
পথ আমাকে দেখিয়ে দাও, আর আমরা তোমার প্রতি সহৃদয়তা দেখাব।' ২৫ সে শহরে প্রবেশের
জন্য এক পথ তাদের দেখিয়ে দিল, আর তারা খড়্গের আঘাতে সেই শহরবাসীদের প্রাণে মারল,
কিন্তু ওই লোক ও তার গোটা গোত্রকে তারা ছেড়ে দিল। ২৬ লোকটি হিত্তীয়দের অঞ্চলে গিয়ে
একটা নগর স্থাপন করে তার নাম লুজ রাখল: নগরটা আজ পর্যন্ত সেই নামে পরিচিত।

২৭ মানাসে উপনগরের সঙ্গে বেথ্-সেয়ান, উপনগরের সঙ্গে তানাখ, উপনগরের সঙ্গে দোর,
উপনগরের সঙ্গে ইব্লেয়াম ও উপনগরের সঙ্গে মেগিদ্দো, এই সকল নগরের অধিবাসীকে
দেশছাড়া করল না; কানানীয়েরা সেই অঞ্চলে বাস করতে থাকল। ২৮ কিন্তু পরবর্তীকালে ইস্রায়েল
সন্তানেরা যখন প্রবল হল, তখন কানানীয়দের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দিল; কিন্তু তবুও
তাদের সম্পূর্ণরূপে দেশছাড়া করল না।

২৯ এফ্রাইমও গেজের-অধিবাসী সেই কানানীয়দের দেশছাড়া করল না; তাই কানানীয়েরা
গেজেরে তাদের মধ্যে বাস করতে থাকল।

৩০ জাবুলোন কিট্রোন ও নাহালোল-অধিবাসীদের দেশছাড়া করল না; কানানীয়েরা তাদের
মধ্যে বাস করতে থাকল কিন্তু তাদের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দেওয়া হল।

৩১ আসের আক্কো-অধিবাসীদের দেশছাড়া করল না; সিদোন, আহ্লাব, আক্জিব, হেলবা,
আফেক ও রেহোব-অধিবাসীদেরও নয়; ৩২ তাই আসেরীয়েরা দেশ-অধিবাসী সেই কানানীয়দের
মধ্যে বাস করল, যেহেতু তারা তাদের দেশছাড়া করেনি।

৩৩ নেফ্তালি বেথ্-শেমেশ ও বেথ্-আনাতের অধিবাসীদের দেশছাড়া করল না; তারা
দেশ-অধিবাসী সেই কানানীয়দের মধ্যে বসতি করল, কিন্তু বেথ্-শেমেশের ও বেথ্-আনাতের
অধিবাসীদের উপরে মেহনতি কাজ চাপিয়ে দেওয়া হল।

৩৪ আমোরীয়েরা দানের সন্তানদের আবার পার্বত্য অঞ্চলে তাড়িয়ে দিল, সমতল ভূমিতে তাদের
নেমে আসতে দিল না; ৩৫ আমোরীয়েরা হেরেস পর্বতে, আয়ালোনে ও শায়াল্‌বিমে বাস করতে
থাকল; কিন্তু যোসেফকুলের হাত তাদের উপর উত্তরোত্তর ভারী হল, তাই তাদের মেহনতি কাজে
বাধ্য করা হল। ৩৬ আমোরীয়দের এলাকা আক্রাব্বিম আরোহণ-স্থান থেকে, সেলা থেকেই উপরের
দিকে বিস্তৃত ছিল।

ইস্রায়েলের আচরণ বিষয়ক দৈববাণী

২প্রভুর দূত গিল্গাল থেকে বোখিমে উঠে গেলেন; তিনি বললেন: 'আমি মিশর দেশ থেকে
তোমাদের বের করে এনেছি; যে দেশ দেব বলে তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্যি দিয়ে শপথ
করেছিলাম, সেই দেশে তোমাদের চালনা করেছি। আমি এই কথাও বলেছিলাম: তোমাদের সঙ্গে

আমার সন্ধি আমি কখনও ভঙ্গ করব না; ২ তোমরা কিন্তু এই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কোন
সন্ধি স্থির করবে না, তাদের যজ্ঞবেদিগুলো তোমরা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু তোমরা আমার প্রতি
বাধ্য হলে না। কেন এমন কাজ করেছ? ৩ তাই আমিও এখন বলছি: তোমাদের সামনে থেকে
আমি এই লোকদের তাড়িয়ে দেব না; তারা তোমাদের পাশে কাঁটাস্বরূপ, ও তাদের দেবতারা
তোমাদের ফাঁদস্বরূপ হয়ে থাকবে।'
৪ প্রভুর দূত ইস্রায়েল সন্তান সকলকে একথা বলামাত্র জনগণ জোর গলায় কাঁদতে লাগল। ৫
তারা সেই জায়গার নাম বোখিম রাখল, আর সেখানে প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করল।

যোশুয়ার মৃত্যু

৬ যোশুয়া লোকদের বিদায় দেওয়ার পর ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশ অধিকার করার জন্য প্রত্যেকে
যে যার এলাকায় গেল। ৭ যোশুয়ার সমস্ত জীবনকালে, এবং যোশুয়ার মৃত্যুর পরে যে প্রবীণেরা
বেঁচে থাকলেন ও ইস্রায়েলের খাতিরে প্রভুর সাধিত সকল মহাকীর্তি দেখেছিলেন, তাঁদেরও সমস্ত
জীবনকালে লোকেরা প্রভুর সেবা করে চলল। ৮ নূনের সন্তান প্রভুর দাস যোশুয়ার যখন মৃত্যু হয়,
তখন তাঁর বয়স একশ' দশ বছর; ৯ তাঁকে গাশ পর্বতের উত্তরে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে
অবস্থিত তিম্নাৎ-সেরাহে তাঁর নিজের উত্তরাধিকারের এলাকায় সমাধি দেওয়া হল। ১০ আর সেই
প্রজন্মের অন্য সকল লোক যখন তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হল, তখন তাদের পরে এমন
নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হল, যারা প্রভুকেও জানত না, ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর সাধিত সকল
কাজের কথাও জানত না।

ঈশ্বরকে পরিত্যাগ ও এর শাস্তি

১১ ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, বায়াল দেবদেরই সেবা
করল। ১২ মিশর দেশ থেকে যিনি তাদের বের করে এনেছিলেন, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর
সেই প্রভুকে ত্যাগ করে তারা আশেপাশের জাতিগুলোর দেবতাদের মধ্য থেকে কয়েকটা দেবতার
অনুগামী হল: তাদের সামনে প্রণিপাত করল, প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলল, ১৩ প্রভুকে ত্যাগ করে সেই
বায়াল ও আস্তার্তীস দেবদেবীর সেবা করল। ১৪ তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল,
আর তাদের তিনি এমন লুটেরার হাতে তুলে দিলেন, যারা তাদের সবকিছু লুট করে নিল; তিনি
তাদের আশেপাশের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিলেন, তখন তারা তাদের শত্রুদের সামনে আর
দাঁড়াতে পারল না। ১৫ প্রভু যেমন বলেছিলেন, ও তাদের কাছে যেমন শপথ করেছিলেন, সেই
অনুসারে তারা যুদ্ধযাত্রায় যেইখানে যেত, তাদের অমঙ্গলের জন্য প্রভুর হাত সেইখানে তাদের
বিরোধী ছিল; ফলে তারা চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়ল।
১৬ তখন প্রভু বিচারকদের উদ্ভব ঘটালেন, আর তাঁরা যত লুটেরার হাত থেকে তাদের ত্রাণ
করলেন; ১৭ কিন্তু তবুও তারা তাদের বিচারকদের কথায়ও কান দিত না, এমনকি অন্য
দেবতাদের অনুগামী হয়ে ব্যভিচার করত ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত। তাদের পিতৃপুরুষেরা
প্রভুর আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে যে পথে চলেছিলেন, তারা সেই অনুসারে ব্যবহার না
করে সেই পথ দেরি না করেই ছেড়ে দিল। ১৮ আর প্রভু যখন তাদের জন্য বিচারকদের উদ্ভব
ঘটাতেন, তখন প্রভুই বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বিচারকের সমস্ত জীবনকালে শত্রুদের হাত
থেকে তাদের ত্রাণ করতেন, যেহেতু তাদের নির্যাতনকারী ও অত্যাচারীদের অধীনে তাদের কাতর

কণ্ঠে প্রভু করুণায় বিগলিত হতেন। ১৯ কিন্তু সেই বিচারক মরলেই তারা পুনরায় তাদের
পিতৃপুরুষদের চেয়ে আরও ভ্রষ্ট হয়ে পড়ত, অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের সেবা করত,
ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত; তাদের পিতৃপুরুষদের যত কাজ ও জেদি আচরণ কোন মতেই
ত্যাগ করল না।

২০ তখন ইস্রায়েলের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি বললেন, ‘আমি এদের পিতৃপুরুষদের
জন্য যে সন্ধি জারি করেছিলাম, এই জাতি তা লঙ্ঘন করেছে ও আমার কণ্ঠে কান দেয়নি বিধায়
২১ যোশুয়া মৃত্যুকালে যে যে জাতিকে অবশিষ্ট রেখেছিল, আমিও এদের সামনে থেকে সেই
জাতিগুলোকে দেশছাড়া করব না। ২২ এভাবে আমি তাদের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে পরীক্ষা করব,
যেন দেখতে পারি, তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন প্রভুর পথে চলত, এরাও তেমনি সেই পথে চলবে
কিনা।’ ২৩ এজন্য প্রভু সেই জাতিগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে দেশছাড়া না করে তাদের থাকতে দিলেন, ও
যোশুয়ার হাতে তাদের তুলে দিলেন না।
৩ইস্রায়েলের মধ্যে যারা কানানের যত যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানত না, সেই লোকদের পরীক্ষা করার
জন্য প্রভু যে জাতিগুলোকে অবশিষ্ট রেখেছিলেন, তারা এ ২ (এমনটি ঘটল ইস্রায়েল সন্তানদের
নতুন বংশকে শিক্ষা দেবার জন্য—অর্থাৎ যারা আগে কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের
রণশিক্ষা দেবার জন্য): ৩ ফিলিস্তীনিদের পাঁচ নেতা, সকল কানানীয় আর সেই সিদোনীয় ও সেই
হিব্বীয়েরা, যারা বায়াল-হার্মোন পর্বত থেকে হামাতে প্রবেশপথ পর্যন্ত বাস করত। ৪ এরা
ইস্রায়েলের পরীক্ষার জন্যই অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের
যে সকল আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সব কিছুতে তারা বাধ্য হবে কিনা, তা দেখবার জন্যই এরা
অবশিষ্ট রইল। ৫ ফলে ইস্রায়েল সন্তানেরা কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও
যেবুসীয়দের মধ্যে বসবাস করল; ৬ তারা তাদের মেয়েদের বিবাহ করল, তাদের ছেলেদের সঙ্গে
তাদের নিজেদের মেয়েদের বিবাহ দিল ও তাদের দেবতাদের সেবা করল।

বিচারকদের বিষয়ক ইতিহাস

ক - অৎনিয়েল

৭ ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল; তারা তাদের পরমেশ্বর
প্রভুকে ভুলে গিয়ে বায়াল-দেবতাদের ও আশেরা-দেবীদের সেবা করল। ৮ তাই ইস্রায়েলের উপরে
প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল: তিনি দুই নদীর সেই আরাম দেশের রাজা কুশান-রিসাথাইমের কাছে
তাদের বিক্রি করে দিলেন, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা আট বছর ধরে কুশান-রিসাথাইমের দাস
হল। ৯ পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য
এক ত্রাণকর্তার—কালেবের কনিষ্ঠ ভাই কেনাজের সন্তান অৎনিয়েলের উদ্ভব ঘটালেন; তিনি
তাদের ত্রাণ করলেন। ১০ প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে নেমে অধিষ্ঠান করল, আর তিনি ইস্রায়েলের
বিচারক হলেন ও যুদ্ধ করতে বেরিয়ে গেলেন: প্রভু আরাম-রাজ কুশান-রিসাথাইমকে তাঁর হাতে
তুলে দিলেন, তাই কুশান-রিসাথাইমের উপরে তাঁর হাত প্রবল হল। ১১ চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি
পেল; পরে কেনাজের সন্তান অৎনিয়েলের মৃত্যু হল।

খ - এহুদ

১২ ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করল; প্রভু ইস্রায়েলের

বিরুদ্ধে মোয়াব-রাজ এগ্লোনকে শক্তিশালী করলেন, যেহেতু তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তারা তেমন
কাজই করছিল। ১৩ এগ্লোন আম্মোনীয়দের ও আমালেকীয়দের নিজের কাছে জড় করলেন এবং
যুদ্ধযাত্রা করে ইস্রায়েলকে আঘাত করলেন ও খেজুরপুর হস্তগত করলেন। ১৪ ইস্রায়েল সন্তানেরা
আঠার বছর ধরে মোয়াব-রাজ এগ্লোনের দাস হল। ১৫ পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে
হাহাকার করল, আর প্রভু তাদের জন্য এক ত্রাণকর্তার—বেঞ্জামিন গোষ্ঠীয় গেরার সন্তান এহুদের
উদ্ভব ঘটালেন; তিনি বাঁ-হাতি ছিলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা মোয়াব-রাজ
এগ্লোনের কাছে কর পাঠাল। ১৬ এহুদ নিজের জন্য এক হাত লম্বা একটা দুধারী খড়্গ তৈরি
করলেন, তা তাঁর ডান উরুতে পোশাকের নিচে বেঁধে রাখলেন। ১৭ পরে মোয়াব-রাজ এগ্লোনের
কাছে কর নিয়ে গেলেন; সেই এগ্লোন বিরাট মোটা এক মানুষ ছিলেন। ১৮ কর-নিবেদন সমাধা
হলে এহুদ তাঁর সঙ্গী কর-বাহকদের সঙ্গে বিদায় নিলেন; ১৯ কিন্তু গিল্‌গালে, দেবতা-স্থান বলে
পরিচিত জায়গায় এসে পৌঁছে তিনি আবার ফিরে গিয়ে বললেন, ‘হে রাজন্‌, আপনার কাছে
আমার গোপন কথা আছে।’ রাজা বললেন, ‘চুপ, চুপ!’ আর তখন যারা তাঁর চারপাশে ছিল,
তারা সকলে বাইরে গেল। ২০ এহুদ তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন; রাজা উপরতলায় কেবল তাঁর
নিজেরই জন্য সংরক্ষিত ঠাণ্ডা ঘরে বসে ছিলেন; এহুদ বললেন, ‘আপনার জন্য পরমেশ্বরের পক্ষ
থেকে আমার একটি বাণী আছে।’ রাজা সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন। ২১ তখন এহুদ তাঁর বাঁ
হাত বাড়িয়ে ডান উরুত থেকে খড়্গটা বের করে তাঁর পেটে বিঁধিয়ে দিলেন; ২২ খড়্গের সঙ্গে
বাঁটিও পেটে ঢুকল, এবং সেই মেদে খড়্গ আটকে গেল, তাই তিনি পেট থেকে তা বের না করে
বরং দেরি না করে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ২৩ বের হয়ে এহুদ বারান্দায় এলেন, এবং
উপরতলার কবাট বন্ধ করে তালা মেরে দিলেন। ২৪ তিনি বের হয়ে গেলে রাজার দাসেরা এল:
তারা চেয়ে দেখল, আর দেখ, উপরতলার কবাট বন্ধ; তারা বলল, ‘রাজা অবশ্য ঠাণ্ডা ঘরের
শৌচাগারের মধ্যে আছেন।’ ২৫ তারা অপেক্ষা করে থাকল যেপর্যন্ত বিহ্বল হল, কিন্তু রাজা
উপরতলার কবাট খুলে দিচ্ছিলেন না। অবশেষে তারা চাবি নিয়ে দরজা খুলল, আর দেখ, তাদের
প্রভু মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন। ২৬ এদিকে—তারা অপেক্ষা করতে করতে—এহুদ
পালিয়ে গেছিলেন, আর সেই দেবতা-স্থান পেরিয়ে গিয়ে সেইরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২৭
একবার সেখানে এসে পৌঁছেই তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে তুরি বাজালেন, আর ইস্রায়েল
সন্তানেরা তাঁর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে গেল আর তিনি তাদের অগ্রগামী হয়ে চললেন। ২৮
তিনি তাদের বললেন, ‘আমার অনুসরণ কর, কেননা প্রভু তোমাদের শত্রু সেই মোয়াবীয়দের
তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।’ তাই তারা তাঁর অনুসরণ করে মোয়াবের বিরুদ্ধে যর্দনের
পারঘাটাগুলো দখল করল—এক প্রাণীকেও পার হতে দিল না। ২৯ সেসময় তারা মোয়াবের
আনুমানিক দশ হাজার লোককে আঘাত করল; তারা সকলে ছিল বলবান ও বীরপুরুষ, কিন্তু
তাদের কেউই নিষ্কৃতি পেল না। ৩০ সেদিন মোয়াবকে ইস্রায়েলের হাতের অধীনে অবনমিত করা
হল, আর আশি বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

গ - শাম্‌গার

৩১ তাঁর পরে আনাতের সন্তান শাম্‌গার এলেন: তিনি একটা হুল দিয়ে ফিলিস্তীনিদের ছ'শো
লোককে পরাভূত করলেন; তিনিও ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন।

ঘ - দেবোরা ও বারাক

৪এহুদের মৃত্যু হলে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে
লাগল। ২ হাৎসোরে যিনি রাজত্ব করতেন, প্রভু কানান-রাজ সেই যাবিনের হাতে তাদের ছেড়ে
দিলেন। তঁর সেনাপতি ছিলেন সিসেরা, যিনি হারোশেৎ-গোইমের অধিবাসী। ৩ ইস্রায়েল
সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকল, কারণ যাবিনের ন'শটা লৌহরথ ছিল, এবং তিনি কুড়ি
বছর ধরেই ইস্রায়েলকে কঠোরভাবে অত্যাচার করেছিলেন।
৪ সেসময় লাপ্পিদোতের স্ত্রী দেবোরা ইস্রায়েলে বিচার সম্পাদন করতেন, তিনি ছিলেন একজন
নবী। ৫ তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে সেই দেবোরার খেজুরগাছের তলায় আসন নিতেন, যা
রামার ও বেথেলের মাঝখানে অবস্থিত; এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা বিচারের জন্য তাঁরই কাছে
আসত। ৬ তিনি লোক পাঠিয়ে কেদেশ-নেফ্তালি থেকে আবিনোয়ামের সন্তান বারাককে কাছে
ডেকে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছেন: যাও, তাবর পর্বতে
যুদ্ধযাত্রা কর, নেফ্তালি-সন্তানদের ও জাবুলোন-সন্তানদের দশ হাজার লোক সঙ্গে করে নাও। ৭
আমি যাবিনের সৈন্যদলের সেনাপতি সিসেরাকে এবং তার যত রথ ও লোকগুলোকে কিশোন
খাদনদীর ধারে তোমার কাছে আকর্ষণ করে তাকে তোমার হাতে তুলে দেব।' ৮ বারাক তাঁকে
বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি যাব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি যাব না।' ৯
দেবোরা বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু তুমি এব্যাপারে যে পথ নিয়েছ, তাতে
তোমার খ্যাতি হবে না; কারণ প্রভু সিসেরাকে একটি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দেবেন।' তখন
দেবোরা উঠে বারাকের সঙ্গে কেদেশে গেলেন। ১০ বারাক কেদেশে জাবুলোন ও নেফ্তালিকে
কাছে ডাকলেন; তাঁর পিছু পিছু দশ হাজার লোক যাত্রা করল; দেবোরাও তাঁর সঙ্গে গেলেন।
১১ সেসময় কেনীয় হেবের কেনীয়দের কাছ থেকে ও মোশীর শ্বশুর হোবাবের বংশধরদের কাছ
থেকে পৃথক হয়ে সেই জায়ানান্নাইমের ওক্ গাছের কাছে তাঁবু খাটিয়েছিলেন; জায়গাটা কেদেশ
থেকে বেশি দূরে নয়। ১২ সিসেরাকে বলে দেওয়া হল যে, আবিনোয়ামের সন্তান বারাক তাবর
পর্বতে উঠেছে। ১৩ তবে সিসেরা তাঁর সমস্ত রথ, অর্থাৎ ন'শো লৌহরথ এবং তাঁর সঙ্গে যত লোক
ছিল, তাদের সকলকে জড় করলেন—হারোশেৎ-গোইম থেকে কিশোন খাদনদীর ধারে পর্যন্ত। ১৪
দেবোরা বারাককে বললেন, 'এবার ওঠ, কারণ আজই প্রভু সিসেরাকে তোমার হাতে তুলে
দিয়েছেন; প্রভু কি তোমার আগে আগে রণযাত্রায় চলছেন না?' তখন বারাক তাবর পর্বত থেকে
নেমে এলেন, তাঁর পিছু পিছু সেই দশ হাজার লোকও নেমে এল। ১৫ প্রভু বারাকের সামনে
সিসেরাকে এবং তাঁর যত রথ ও সমস্ত সৈন্যকে খড়্গের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন; সিসেরা
নিজেই রথ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পায়ে হেঁটে পালাতে লাগলেন। ১৬ বারাক হারোশেৎ-গোইম পর্যন্ত
তাঁর রথগুলোর ও সৈন্যদের পিছনে ধাওয়া করলেন; খড়্গের আঘাতে সিসেরার সমস্ত সৈন্যদলের
পতন হল, একজনও রক্ষা পেল না।
১৭ এদিকে সিসেরা পায়ে হেঁটে পালিয়ে কেনীয় হেবেরের স্ত্রী যায়েলের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলেন,
কেননা হাৎসোরের রাজা যাবিনের ও কেনীয় হেবেরের কুলের মধ্যে তখন শান্তি ছিল। ১৮
সিসেরার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যায়েল তাঁকে বললেন, 'প্রভু আমার, থামুন, আমার এইখানে
থামুন; ভয় করবেন না।' তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর তাঁবুর মধ্যে গেলেন, আর সেই স্ত্রীলোক একটা
কম্বল দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখলেন। ১৯ সিসেরা তাঁকে বললেন, 'আমাকে একটু খাবার জল দাও

না, আমার পিপাসা পেয়েছে।’ তিনি দুধের কুপা খুলে পান করতে দিলেন ও তাঁকে আবার ঢেকে
রাখলেন। ২০ সিসেরা তাঁকে বললেন, ‘তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাক; যদি কেউ এসে তোমাকে
জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে, এখানে কি কোন পুরুষলোক আছে? তবে তুমি বল, না, কেউই নেই।’ ২১
কিন্তু হেবেরের স্ত্রী যায়েল তাঁবুর এক গোঁজ নিলেন, ও হাতুড়ি হাতে করে আস্তে আস্তে তাঁর কাছে
গিয়ে তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা এমনভাবে বিঁধিয়ে দিলেন যে, তা মাটিতে ঢুকল;
পরিশ্রান্ত বলে তিনি তো গভীরেই ঘুমোচ্ছিলেন; আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল। ২২ আর সেসময়
বারাক সিসেরার পিছনে ধাওয়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; তখন যায়েল তাঁর
সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘এসো, যাকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, সেই লোককে
তোমাকে দেখাব।’ তিনি তাঁর তাঁবুতে ঢুকলেন, আর দেখ, সিসেরা মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন;
তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা বিদ্ধ রয়েছে।

২৩ এভাবে প্রভু সেদিন কানান-রাজ যাবিনকে ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে অবনমিত করলেন।
২৪ কানান-রাজ যাবিনের মাথায় ইস্রায়েল সন্তানদের হাত উত্তরোত্তর ভারী হয়ে উঠল, যেপর্যন্ত
কানান-রাজ যাবিন একেবারে বিধ্বস্ত না হলেন।

দেবোরার সঙ্গীত

৫সেদিন দেবোরা ও আবিনোয়ামের সন্তান বারাক এই সঙ্গীত গাইলেন:

২ ‘ইস্রায়েলে যখন বীরযোদ্ধারা মাথার চুল খুলে দেয়,
যখন লোকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে,
তখন প্রভুকে বল ধন্য!
৩ শোন, রাজা সকল; কান দাও, রাজপুরুষ সকল;
আমি, আমিই প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান করব!

৪ প্রভু, তুমি যখন সেইর থেকে বেরিয়ে আসছিলে,
এদোম-সমভূমি থেকে যখন এগিয়ে আসছিলে,
তখন ভূমি কেঁপে উঠল, আকাশও আলোড়িত হল,
মেঘমালা জলবর্ষণে গলে গেল।
৫ সেই সিনাইয়ের প্রভুর সামনে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই প্রভুর সামনে পাহাড়পর্বত বিগলিত হল।

৬ আনাতের সন্তান শাম্‌গারের সেই দিনগুলিতে,
যায়েলের সেই দিনগুলিতে রাস্তা জনশূন্য ছিল,
পথযাত্রীরা বাঁকা পথ দিয়েই চলছিল।

৭ জননায়কেরা কেউই আর ছিলেন না,
ইস্রায়েলে কেউই আর ছিলেন না,
যতদিন না আমি দেবোরা উঠলাম,
ইস্রায়েলের মধ্যে মাতারূপে উঠলাম।
৮ সবাই বিজাতীয় দেবতাদের নিয়েই প্রীত ছিল,

আর তখন নগরদ্বারে যুদ্ধ উপস্থিত হল;
কিন্তু ইস্রায়েলের সেই চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে
একটা ঢাল কি একটা বর্শাও দেখা যাচ্ছিল না।

৯ আমার হৃদয় ইস্রায়েলের নেতাদের সঙ্গে,
সেই লোকদেরই সঙ্গে যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল;
প্রভুকে বল ধন্য!

১০ তোমরা যারা সাদা গাধীর পিঠে চড়ে থাক,
যারা গাধীর গদিতে আসীন থাক,
তোমরাও যারা পায়ে হেঁটে চল, তোমরাই বর্ণনা কর;
১১ জল তোলার স্থানে রাখালদের জয়ধ্বনিতে যোগ দাও,
সেইখানে কীর্তিত হচ্ছে প্রভুর সমস্ত জয়লাভ,
ইস্রায়েলে তাঁর শাসনের জয়লাভ;
(তখন প্রভুর লোকেরা নগরদ্বারে নেমে গেছিল।)

১২ জেগে ওঠ, দেবোরা, জেগে ওঠ;
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, গেয়ে ওঠ গান!
ওঠ, বারাক; হে আবিনোয়ামের সন্তান,
তোমার বন্দিদের বন্দি করে নাও!

১৩ তখন ইস্রায়েল নগরদ্বারে নেমে এল;
বীরযোদ্ধার মত প্রভুর লোকেরা তাঁর জন্য যুদ্ধ করতে নেমে এল।

১৪ এফ্রাইমের জননায়কেরা আমালেকে আছেন,
তোমার পিছু পিছু হয়ে বেঞ্জামিন তোমার লোকদের মধ্যে রয়েছে;
মাখিরের মূলবংশ থেকে নেতারা নেমে এলেন,
রণদণ্ড যাঁদের হাতে, জাবুলোনের মূলবংশ থেকে তাঁরাও নেমে এলেন।
১৫ ইসাখারের প্রধানেরা দেবোরার সঙ্গে ছিলেন,
তাঁর পিছু পিছু বারাক সমতল ভূমিতে ছুটে গেলেন।
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল:
১৬ তুমি কেন মেষঘেরির মধ্যে বসে ছিলে?
কি রাখালদের বাঁশি শোনার জন্য?
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্ল দেখা দিচ্ছিল।

১৭ গিলেয়াদ যর্দনের ওপারে বসে থাকল,
আর দান কেন বিজাতিই যেন জাহাজে রইল?
আসের মহাসাগরের তীরে বসে থাকল,
তার বন্দরের ধারে ধারে বসে থাকল।

১৮ জাবুলোন এমন জাতি যে প্রাণ তুচ্ছ করল মৃত্যু পর্যন্ত,
নেফ্‌তালিও সেইরূপ, সে মাঠের উচ্চস্থানগুলিতে ছিল।

১৯ রাজারা এলেন, যুদ্ধ করলেন,
কেমন যুদ্ধ করলেন সেই কানানের রাজা সকল!
মেগিদ্দোর জলাশয়ের ধারে সেই তানাখে যুদ্ধ করলেন,
কিন্তু একটু রুপোও লুট করে নিতে পারলেন না।

২০ আকাশ থেকে তারানক্ষত্র যুদ্ধ করল,
যে যার কক্ষ থেকেই সিসেরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।

২১ কিশোন খাদনদী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল:
প্রাচীন নদীই সেই কিশোন খাদনদী!
প্রাণ আমার, বলবান হয়ে এগিয়ে চল!

২২ তখন অশ্বগুলোর খুর মাটি পিষে মারল,
ধাওয়া করছিল, ধাওয়া করছিল দ্রুতগামী সেই ঘোড়া সকল।

২৩ প্রভুর দূত বলেন: মেরোজকে অভিশাপ দাও,
অভিশাপ দাও, তার অধিবাসীদের অভিশাপ দাও,
তারা যে আসল না প্রভুর সাহায্যের জন্য,
প্রভুর সাহায্যের জন্য, বীরযোদ্ধাদের মাঝে।

২৪ নারীকুলে ধন্যা সেই যায়েল,
কেনীয় হেবেরের পত্নী যে যায়েল!
তাঁবুতে বাস করে যত নারী, তাদের সকলের মধ্যে তিনি ধন্যা!

২৫ সে জল চাইল, তিনি তাকে দিলেন দুধ;
রাজোপযোগী পাত্রেই ক্ষীর এনে দিলেন।

২৬ গোঁজের দিকে হাত বাড়িয়ে,
কর্মকারের হাতুড়ির দিকে ডান হাত বাড়িয়ে
তিনি সিসেরাকে হাতুড়ি মারলেন, তার মাথা চূর্ণ করলেন,
তার কপাল বিঁধিয়ে ভেঙে দিলেন।

২৭ সে তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল, আর নড়ল না;
তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল;
যেখানে হেঁট হল, সেখানে সে নিঃশেষিত হয়ে পড়ল।

২৮ সিসেরার মাতা জাফরি দিয়ে,
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখে:
তার রথ আসতে তত দেরি কেন?
তার রথগুলো তত আস্তে আস্তে চলে কেন?

২৯ তার সবচেয়ে প্রজ্ঞাবতী সহচরীরা উত্তর দেয়,

আর সে নিজেও নিজেকে বারবার বলে:
৩০ তারা কি লুটের মাল নিচ্ছে না?
লুটের মাল তারা কি ভাগ ভাগ করে নিচ্ছে না?
প্রত্যেক পুরুষ একটি তরুণী, দু'টোই তরুণী,
সিসেরার জন্য লুটের ভাগ চিত্রিত বস্ত্র,
খচিত চিত্রিত একটা বস্ত্র তার জন্য,
কণ্ঠদেশের জন্য চিত্রিত দুই ধারি বাঁধা বস্ত্রই আমার জন্য লুটের ভাগ!

৩১ প্রভু, তোমার সকল শত্রুর তেমনই বিনাশ হোক!
কিন্তু তোমাকে ভালবাসে যারা,
তারা সপ্রতাপে উদীয়মান সূর্যেরই মত হোক!'

আর চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

৬ - গিদিয়োন ও আবিমেলেক—ইস্রায়েল অত্যাচারিত

৬ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, আর প্রভু তাদের সাত বছর
ধরে মিদিয়ানের হাতে তুলে দিলেন। ২ ইস্রায়েলের উপরে মিদিয়ানের হাত ভারী ছিল, তাই
ইস্রায়েল সন্তানেরা মিদিয়ানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পর্বতের গহ্বরে, গুহাতে ও দুর্গম
জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল। ৩ ইস্রায়েল যখনই বীজ বুনত, মিদিয়ানীয়েরা ও আমালেকীয়েরা এবং
পুবদেশের লোকেরা আসত, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করত, ৪ এবং তাদের এলাকায় শিবির
বসিয়ে গাজা শহরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত ভূমির ফসল বিনষ্ট করত। ইস্রায়েল যাতে বাঁচতে পারে,
তেমন কিছুও তারা রাখত না: মেষও নয়, বলদ বা গাধাও নয়; ৫ কেননা পঙ্গপালের মত তারা
নিজেদের পশুপাল ও তাঁবু সঙ্গে করে অসংখ্যই আসত; তারা ও তাদের উট অগণ্যই ছিল; দেশ
উচ্ছিন্ন করার জন্যই তারা আসত। ৬ মিদিয়ানের কারণে ইস্রায়েল ভীষণ দুর্দশায় পড়ল, আর
ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল।
৭ মিদিয়ানের কারণে যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, ৮ তখন প্রভু ইস্রায়েল
সন্তানদের কাছে একজন নবী প্রেরণ করলেন; তিনি তাদের বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু
একথা বলছেন: আমিই মিশর থেকে তোমাদের এখানে এনেছি, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে
এনেছি, ৯ এবং মিশরীয়দের হাত থেকে ও যারা তোমাদের অত্যাচার করছিল, তাদের সকলের
হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছি; হ্যাঁ, আমি তোমাদের সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে
তাদের দেশ তোমাদের দিয়েছি। ১০ আর আমি তোমাদের বলেছি: আমি প্রভু তোমাদের
পরমেশ্বর! তোমরা যে আমোরীয়দের দেশে বাস করছ, তাদের দেবতাদের ভয় করো না। কিন্তু
তোমরা আমার কণ্ঠে কান দাওনি।'

গিদিয়োনকে আহ্বান

১১ প্রভুর দূত এসে অফ্রা শহরের তার্পিনগাছের তলায় বসলেন—গাছটা ছিল আবিয়েজীয়
যোয়াশের সম্পত্তি; তাঁর ছেলে গিদিয়োন মিদিয়ানীয়দের কাছ থেকে গম লুকাবার জন্য
আঙুর-মাড়াইকুণ্ডের ভিতরে তা মাড়াই করছিলেন। ১২ তখন প্রভুর দূত তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন,
'হে বলবান বীর, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন!' ১৩ গিদিয়োন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'প্রভু

আমার, দোহাই তোমার, প্রভু আমার সঙ্গে থাকলে তবে আমাদের এই সবকিছু ঘটছে কেন? আর
আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর যে সমস্ত আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা আমাদের জানাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত
কিছু এখন কোথায়? তাঁরা বলতেন: প্রভু কি মিশর থেকে আমাদের এখানে আনেননি? কিন্তু
এখন প্রভু আমাদের ত্যাগ করেছেন, মিদিয়ানের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।' ১৪ প্রভু তাঁর
দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই
মিদিয়ানের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে; আমি নিজেই কি তোমাকে প্রেরণ করছি না?' ১৫
তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'ক্ষমা চাই, প্রভু, কিন্তু আমি ইস্রায়েলকে কেমন করে ত্রাণ করব?
দেখ, মানাসের মধ্যে আমার গোত্রই তো সবচেয়ে দুর্বল, আর আমার পিতার বাড়িতে আমি
সবচেয়ে নগণ্য।' ১৬ প্রভু তাঁকে বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, আর তুমি
মিদিয়ানীয়দের আঘাত করবে, তারা ঠিক যেন একটা মানুষমাত্র!' ১৭ তিনি বললেন, 'আমি যদি
তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তবে তুমিই যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তার কোন চিহ্ন
আমাকে দেখাও। ১৮ কিন্তু দোহাই তোমার, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে ফিরে না আসি, আমার
নৈবেদ্য এনে তোমার সামনে না রাখি, ততক্ষণ তুমি এখান থেকে যেয়ো না।' তিনি বললেন,
'তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকব।'

১৯ গিদিয়োন ঘরে গিয়ে একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করলেন, আর এক এফা ময়দা নিয়ে
খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করলেন; মাংস এক ডালায় রেখে ও তার সমস্ত ঝোল একটা হাঁড়িতে
ঢেলে তিনি বাইরে সেই তার্পিনগাছের তলায় এই সমস্ত কিছু তাঁর সামনে এনে দিলেন; তিনি
এগিয়ে যেতে যেতে ২০ পরমেশ্বরের দূত তাঁকে বললেন, 'মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো নিয়ে
এই পাথরের উপরে রাখ, আর ঝোলটা তার উপরে ঢেলে দাও।' তিনি সেইমত করলেন। ২১ তখন
প্রভুর দূত, তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তার ডগা দিয়ে সেই মাংস ও পিঠাগুলো স্পর্শ করলেন;
তখন পাথর থেকে আগুন জ্বলে উঠে সেই মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো গ্রাস করল, আর প্রভুর
দূত তাঁর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। ২২ গিদিয়োন তখন দেখলেন যে, তিনি প্রভুর
দূত; তিনি বললেন, 'হায় হায়, আমার প্রভু পরমেশ্বর! আমি তো মুখোমুখি হয়ে প্রভুর দূতকে
দেখেছি!' ২৩ প্রভু উত্তরে বললেন, 'তোমার শান্তি হোক, ভয় করো না; তুমি মরবে না।' ২৪
গিদিয়োন সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও তার নাম প্রভু-শান্তি
রাখলেন। তা আবিয়েজীয়দের অফ্রাতে আজ পর্যন্ত আছে।

বায়াল-দেবের বিপক্ষে গিদিয়োন

২৫ একই রাতে প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার পিতার দ্বিতীয় বৃষ, সাত বছরের সেই বৃষটা
নাও, এবং বায়াল-দেবের যে যজ্ঞবেদি তোমার পিতা গেঁথেছে, তা ভেঙে ফেল, তার পাশে যে
পবিত্র দন্ড, তাও কেটে ফেল। ২৬ পরে এই শৈলের চূড়ায় তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
উপযুক্তই একটা বেদি গাঁথ; পরে সেই দ্বিতীয় বৃষ নাও, এবং যে পবিত্র দন্ড কেটে ফেলেছ, তারই
কাঠ দিয়ে তা আহুতিরূপে উৎসর্গ কর।' ২৭ তখন গিদিয়োন তাঁর দাসদের মধ্যে দশজনকে সঙ্গে
নিয়ে, প্রভু তাঁকে যেমন বলেছিলেন সেইমত করলেন; কিন্তু তাঁর আত্মীয়দের ও শহরবাসীদের
ভয়ে তিনি দিনের বেলায় তা না করে রাতেই করলেন। ২৮ পরদিন সকালে শহরের লোকেরা জেগে
উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, বায়াল-দেবের যজ্ঞবেদি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তার পাশে যে পবিত্র দন্ড,
তা কাটা হয়েছে, ও নতুন একটা যজ্ঞবেদির উপরে সেই দ্বিতীয় বৃষ আহুতিরূপে উৎসর্গ করা

হয়েছে। ২৯ তারা পরস্পর-পরস্পরকে বলল, ‘তেমন কাজ কে করল?’ তারা তদন্ত করল,
জিজ্ঞাসাবাদ করল, আর শেষে বলল, ‘যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন তেমন কাজ করেছে।’ ৩০ তাই
শহরের লোকেরা যোয়াশকে বলল: ‘তোমার ছেলেকে বাইরে নিয়ে এসো, তাকে মেরে ফেলা
হোক, কেননা সে বায়ালের যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলেছে ও তার পাশে যে পবিত্র দণ্ড, তা কেটে
ফেলেছে।’ ৩১ তখন যোয়াশ, তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল যে সকল লোক, তাদের বললেন,
‘বায়াল-দেবের পক্ষ সমর্থন করা কি তোমাদেরই ব্যাপার? তাকে বাঁচানো কি তোমাদেরই কাজ?’
যে কেউ তার পক্ষ সমর্থন করে, তার প্রাণদণ্ড হবে—হ্যাঁ, আগামীকাল ভোরে! বায়াল যদি
দেবতাই হয়, তবে সে নিজের পক্ষ নিজেই সমর্থন করুক, কেননা যে বেদি ভেঙে ফেলা হল, তা
তারই।’ ৩২ সেদিন গিদিয়োন যেরুব-বায়াল বলে অভিহিত হলেন, কেননা লোকে বলল, ‘বায়াল
তার বিরুদ্ধে নিজের পক্ষ সমর্থন করুক, কারণ সে-ই তার বেদি ভেঙে ফেলেছে।’

যুদ্ধ প্রস্তুতি

৩৩ সেসময় সকল মিদিয়ানীয়, আমালেকীয় ও পুবদেশের লোকেরা একজোট হল, এবং যর্দন
পার হয়ে যেস্রেয়েল সমতল ভূমিতে শিবির বসাল; ৩৪ আর প্রভুর আত্মা গিদিয়োনকে ঘিরে
আবিষ্ট করল; তিনি তুরি বাজালেন, আর তাঁর অনুসরণ করার জন্য আবিয়েজীয়দের আহ্বান
করা হল। ৩৫ তিনি মানাসে অঞ্চলের সর্বত্রও দূত পাঠালেন, আর তারাও তাঁর অনুসরণ করতে
আহূত হল; আসের, জাবুলোন ও নেফ্‌তালির কাছেও তিনি দূত পাঠালেন, আর অন্যান্যদের
সঙ্গে তারাও যোগ দিতে এল।
৩৬ গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, ‘তুমি যেইভাবে বলেছিলে, যদি আমার হাত দ্বারাই
ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে যাচ্ছ, ৩৭ তবে দেখ, আমি খামারে পশমসহ ভেড়ার চামড়া রাখব: যদি
শুধু সেই পশমের উপরে শিশির পড়ে, এবং সমস্ত মাটি শুকনো থাকে, তবে আমি জানব যে, তুমি
আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে, যেইভাবে বলেছিলে।’ ৩৮ আর তেমনিই ঘটল: পরদিন
তিনি খুব সকালে উঠে সেই পশম নিঙড়িয়ে তা থেকে শিশির বের করলেন, তাতে পুরো এক বাটি
জল হল। ৩৯ গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, ‘তোমার ক্রোধ যেন আমার উপর না জ্বলে ওঠে,
আমি শুধু আর একবারই কথা বলব। সেই পশম দিয়ে আমাকে আর একবার পরীক্ষা নিতে দাও।
এবার কেবল পশমটা শুকনো থাকুক, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ুক।’ ৪০ সেই রাতে
পরমেশ্বর সেইমত করলেন: পশমটা শুকনো থাকল, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ল।

যর্দনের ওপারে গিদিয়োনের যুদ্ধযাত্রা

৭যেরুব-বায়াল (অর্থাৎ গিদিয়োন) ও তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তারা খুব সকালে উঠে
এন-হারোদে শিবির বসাল; মিদিয়ানের শিবির তাদের উত্তরদিকে মোরে পর্বতের দিকে সমতল
ভূমিতে ছিল।
২ প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘তোমার সঙ্গে যে লোকেরা আছে, তাদের সংখ্যা অতিরিক্ত হয়েছে,
যাতে আমি মিদিয়ানীয়দের তাদের হাতে তুলে দিই; হ্যাঁ, ইস্রায়েল আমার সামনে গর্ব করে
বলতে পারবে: আমারই হাত আমার পরিত্রাণ সাধন করেছে! ৩ তাই তুমি এক্ষণই লোকদের
সামনে একথা ঘোষণা কর: যে কেউ ভীত ও সন্ত্রাসিত, সে ফিরে যাক, গিল্‌বোয়া পর্বত থেকে
ব্যাপারটা দেখুক।’ তাই লোকদের মধ্য থেকে বাইশ হাজার লোক ফিরে গেল, দশ হাজার লোক

থেকে গেল।
⁴ প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, 'লোকসংখ্যা এখনও বেশি; তুমি তাদের ওই জলাশয়ের কাছে
নিয়ে যাও; সেখানে আমি তোমার জন্য তাদের পরীক্ষা করব। যার বিষয়ে আমি তোমাকে বলব,
এ তোমার সঙ্গে যাবে, সে তোমার সঙ্গে যাবে; এবং যার বিষয়ে তোমাকে বলব, এ তোমার সঙ্গে
যাবে না, সে যাবে না।' ⁵ তাই গিদিয়োন লোকদের জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেন, আর প্রভু
গিদিয়োনকে বললেন, 'কুকুরে যেভাবে জল চেটে খায়, যে কেউ সেইভাবে জিহ্বা দিয়ে জল চেটে
খাবে, তাকে এক পাশে সরিয়ে রাখবে; আর যে কেউ জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে উপুড় হয়,
তাকে আর এক পাশে সরিয়ে রাখবে।' ⁶ যারা হাতে জল তুলে তা মুখে দিয়ে চেটে খেল, তাদের
সংখ্যা হল তিনশ' লোক; বাকি সকল লোক জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে উপুড় হল। ⁷ তখন
প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, 'এই যে তিনশ' লোক জল চেটে খেল, এদের দিয়ে আমি তোমাদের
ত্রাণ করব, ও মিদিয়ানীয়দের তোমার হাতে তুলে দেব; বাকি সকল লোক যে যার এলাকায় চলে
যাক।' ⁸ তাই তারা লোকদের খাদ্য-সামগ্রী ও তুরি নিল, আর তিনি ইস্রায়েলের বাকি সকল
লোককে যে যার তাঁবুতে বিদায় দিয়ে কেবল সেই তিনশ' লোককে রাখলেন। মিদিয়ানের শিবির
তাঁর নিচে, সেই সমতল ভূমিতে ছিল।
⁹ তখন এমনটি হল যে, সেই একই রাতে প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, শিবিরের মধ্যে নেমে পড়;
আমি তা তোমার হাতে তুলে দিলাম। ¹⁰ কিন্তু তুমি যদি যেতে ভয় কর, তবে তোমার চাকর
পুরাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে যাও, ¹¹ এবং ওরা যা বলে, তা শোন; তখন শিবিরে নামবার জন্য
তোমার সাহস হবে।' তাই তিনি তাঁর চাকর পুরাকে সঙ্গে করে শিবিরের প্রান্তভাগ পর্যন্ত নেমে
গেলেন। ¹² মিদিয়ানীয়েরা, আমালেকীয়েরা ও পুবদেশের সমস্ত লোক সমতল ভূমিতে ছড়ানো
ছিল, এবং তাদের উট সমুদ্রতীরের বালুকণার মতই অসংখ্য ছিল। ¹³ গিদিয়োন সেখানে গেলেন,
আর দেখ, তাদের মধ্যে একটি লোক তার সাথীকে তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করছিল; সে বলছিল:
'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আর দেখ, যেন যবের একখানা রুটি মিদিয়ানের শিবিরের মধ্য দিয়ে
গড়িয়ে এল, এবং তাঁবুর কাছে এসে পৌঁছে আঘাত হানল ও তাঁবুটা উল্টিয়ে দিল, তাতে তাঁবু
পড়ে গেল।' ¹⁴ তার সাথী উত্তরে বলল, 'এ সেই ইস্রায়েলীয় যোয়াশের ছেলে গিদিয়োনের খড়্গ
ছাড়া আর কিছু নয়! পরমেশ্বর মিদিয়ানকে ও সমস্ত শিবিরকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন।' ¹⁵ ওই
স্বপ্নের বিবরণ ও তার অর্থ শুনে গিদিয়োন প্রণিপাত করলেন; পরে ইস্রায়েলের শিবিরে ফিরে
এসে বললেন, 'ওঠ, কেননা প্রভু মিদিয়ানের শিবির তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।'
¹⁶ তিনি সেই তিনশ' লোককে তিন দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের হাতে দিলেন এক একটা তুরি,
এক একটা শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল। ¹⁷ তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমার দিকে
তাকাও, আমি যেমন করব তোমরাও সেইমত করবে; দেখ, আমি শিবিরের প্রান্তভাগে এসে
পৌঁছলে যা-ই কিছু করব, তোমরাও ঠিক তাই করবে। ¹⁸ আমি ও আমার সঙ্গীরা সকলে তুরি
বাজালে তোমরাও সমস্ত শিবিরের চারদিক থেকে তুরি বাজাবে ও চিৎকার করে বলবে: প্রভুর
জন্য ও গিদিয়োনের জন্য!'
¹⁹ মধ্যরাতের প্রহরের শুরুতে নতুন প্রহরীদল এইমাত্র মোতায়েন হয়েছে, এমন সময় গিদিয়োন
ও তাঁর সঙ্গী একশ' লোক শিবিরের প্রান্তভাগে এসে পৌঁছলেন; তিনি তুরি বাজালেন, ও তাঁর
হাতে থাকা ঘটটা ভেঙে ফেললেন। ²⁰ তখন সেই তিন দলেই তুরি বাজাল ও ঘট ভেঙে ফেলল,

এবং বাঁ হাতে মশাল ও ডান হাতে বাজাবার তুরি ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রভুর জন্য ও
গিদিয়োনের জন্যই খড়্গা!' ২১ শিবিরের চারদিকে তারা প্রত্যেকে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে রইল,
তাতে শিবিরের সমস্ত লোক দৌড়াদৌড়ি করে চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগল। ২২ ওরা
তিনশ'টা তুরি বাজাতে বাজাতে প্রভু এমনটি করলেন যেন সমস্ত শিবির জুড়ে প্রত্যেকজন তার
সাথীর বিরুদ্ধেই খড়্গা চালায়। সমগ্র সেনাদল জারেতানের দিকে বেথ্-শিট্টা পর্যন্ত, সেই
আবেল-মেহোলার পার পর্যন্ত পালিয়ে গেল, যা টাব্বাতের উল্টো দিকে অবস্থিত।
২৩ নেফ্‌তালি, আসের ও সমস্ত মানাসে থেকে ইস্রায়েলের লোকেরা জড় হয়ে মিদিয়ানের পিছনে
ধাওয়া করল। ২৪ ইতিমধ্যে গিদিয়োন এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্রই দূত পাঠিয়ে একথা
বললেন, 'মিদিয়ানের বিরুদ্ধে নেমে এসো, এবং বেথ্-বারা ও যর্দন পর্যন্ত তাদের আগেই
পারঘাটাগুলো দখল কর।' এফ্রাইমের সমস্ত লোক জড় হয়ে বেথ্-বারা ও যর্দন পর্যন্ত সমস্ত
পারঘাটা দখল করল। ২৫ তারা ওরেব ও জেয়েব মিদিয়ানের এই দুই নেতাকে ধরল; ওরেবকে
তারা বধ করল ওরেব নামে শৈলে, আর জেয়েবকে জেয়েব নামে আঙুরপেষাইখানার কাছে। তারা
মিদিয়ানীয়দের পিছনে ধাওয়া করল এবং ওরেব ও জেয়েবের মাথা যর্দনের ওপারে গিদিয়োনের
কাছে নিয়ে গেল।
৮কিন্তু এফ্রাইমের লোকেরা তাঁকে বলল, 'আমাদের প্রতি তুমি এ কেমন ব্যবহার করলে? তুমি
তো যখন মিদিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে, তখন আমাদের ডাকনি!' তারা তাঁর সঙ্গে বড়ই
বিবাদ বাধাল। ২ তিনি উত্তরে তাদের বললেন, 'তোমাদের তুলনায় আমি কী করেছি?
আবিয়েজেরের আঙুর-সংগ্রহের চেয়ে এফ্রাইমের পড়ে থাকা আঙুরফল কুড়ানো কি ভাল নয়? ৩
ওরেব ও জেয়েব, মিদিয়ানের এই দুই রাজাকে পরমেশ্বর তোমাদেরই হাতে তুলে দিয়েছেন; তাই
তোমরা যা করেছ, তার তুলনায় আমি কী করতে পেরেছি?' তাঁর এই কথায় তাঁর প্রতি তাদের
ক্রোধ নিঃশেষ হল।

যর্দনের পুবপারে গিদিয়োনের যুদ্ধযাত্রা

৪ গিদিয়োন যর্দনে এসে পার হলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁর সঙ্গী সেই তিনশ' লোক সেই ধাওয়ার
কারণে শ্রান্তই ছিলেন। ৫ তাই তিনি সুক্কোতের লোকদের বললেন, 'তোমাদের দোহাই, আমার
সঙ্গে যে লোক আসছে, তাদের কিছুটা রুটি দাও, কেননা তারা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর আমি জেবা
ও সাল্‌মুন্নার—মিদিয়ানের এই দুই রাজার পিছনে ধাওয়া করছি।' ৬ কিন্তু সুক্কোতের জননেতারা
বলল, 'জেবা ও সাল্‌মুন্নার হাত কি তোমার নিজেরই হাতে ধরা পড়েছে যে, আমরা তোমার
সৈন্যদলকে রুটি দেব?' ৭ গিদিয়োন বললেন, 'আচ্ছা, যখন প্রভু জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে আমার হাতে
তুলে দেবেন, তখন আমি মরুপ্রান্তরের কাঁটা ও কাঁটাঝোপ দিয়ে তোমাদের মাংস ছিঁড়ব!' ৮ সেখান
থেকে তিনি পেনুয়েলে উঠে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাছেও একই কথা বললেন, কিন্তু
সুক্কোতের লোকেরা যেরূপ উত্তর দিয়েছিল, পেনুয়েলের লোকেরাও তাঁকে সেরূপ উত্তর দিল। ৯
তিনি পেনুয়েলের লোকদেরও বললেন, 'আমি যখন বিজয়ী হয়ে ফিরব, তখন এই দুর্গমিনার
ভেঙে ফেলব।'
১০ জেবা ও সাল্‌মুন্না কার্কোরে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গী সৈন্য ছিল আনুমানিক পনের হাজার লোক:
পুবদেশের লোকদের সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেবল এরাই বেঁচে রয়েছিল; খড়্গাধারী এক লক্ষ কুড়ি
হাজার লোক মারা পড়েছিল। ১১ গিদিয়োন নোবাহ্‌র ও যগ্‌বেহার পুবদিকে তাঁবু-নিবাসীদের পথ

দিয়ে এগিয়ে এসে সেই সৈন্যদের ঠিক তখনই আঘাত করলেন যখন তারা মনে করছিল,
নিরাপদেই আছি। ১২ জেবা ও সাল্‌মুন্না পালিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের পিছনে ধাওয়া
করলেন, এবং মিদিয়ানের দুই রাজাকে—সেই জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে—বন্দি করে সমস্ত
সৈন্যদলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিলেন।
১৩ পরে যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন হেরেসের আরোহণ-পথ দিয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন,
১৪ এমন সময় সুক্কোৎ-নিবাসীদের এক যুবককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; সে সুক্কোতের
জননেতাদের ও সেখানকার প্রবীণদের সাতাত্তরজনের নাম লিখিয়ে দিল। ১৫ এরপর তিনি
সুক্কোতের লোকদের কাছে এসে পৌঁছে বললেন, 'এই যে, জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে দেখ! এদেরই
বিষয়ে তোমরা নাকি আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলে: জেবা ও সাল্‌মুন্নার হাত কি তোমার নিজেরই
হাতে ধরা পড়েছে যে, আমরা তোমার শ্রান্ত লোকদের রুটি দেব?' ১৬ তিনি শহরের প্রবীণদের
ধরলেন, এবং মরুপ্রান্তরের কাঁটা ও কাঁটাঝোপ দিয়ে সুক্কোতের লোকদের শিক্ষামূলক শাস্তি
দিলেন। ১৭ তিনি পেনুয়েলের দুর্গমিনার ভেঙে ফেললেন ও শহরের পুরুষলোকদের বধ করলেন।
১৮ পরে তিনি জেবা ও সাল্‌মুন্নাকে বললেন, 'তোমরা তাবরে যে লোকদের বধ করেছিলে, তারা
দেখতে কেমন?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'তারা আপনারই মত: প্রত্যেকে দেখতে রাজপুত্রেরই মত
ছিল।' ১৯ তিনি বললেন: 'তারা ছিল আমার ভাই, আমারই সহোদর! জীবনময় পরমেশ্বরের
দিব্যি, তোমরা যদি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে, আমি তোমাদের বধ করতাম না।' ২০ আর তাঁর জ্যেষ্ঠ
পুত্র যেথেরকে তিনি বললেন, 'ওঠ, এদের বধ কর!' কিন্তু ছেলেটি খড়্গ বের করল না, সে তো
ভীতই ছিল, যেহেতু তখনও সে ছোট মানুষ। ২১ জেবা ও সাল্‌মুন্না বললেন, 'আপনিই উঠে
আমাদের আঘাত করুন, কেননা যে যেমন পুরুষ, তার তেমনি বীরত্ব!' তখন গিদিয়োন উঠে জেবা
ও সাল্‌মুন্নাকে বধ করলেন ও তাঁদের উটগুলোর গলার যত চন্দ্রহার নিলেন।

গিদিয়োনের শেষ দিনের কথা

২২ ইস্রায়েলীয়েরা গিদিয়োনকে বলল, 'তুমি ও তোমার বংশধরেরাই আমাদের শাসনভার গ্রহণ
কর, কারণ তুমিই মিদিয়ানের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করেছ।' ২৩ গিদিয়োন উত্তরে বললেন,
'আমি তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করব না, আমার ছেলেও তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবে না;
প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।'
২৪ তথাপি তাদের উদ্দেশ করে গিদিয়োন বলে চললেন, 'তোমাদের কাছে আমাদের একটি
নিবেদন রয়েছে: তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ লুটের মাল থেকে একটা করে কানের দুল আমাকে
দাও।' কেননা ইস্‌মায়েলীয় হওয়ায় শত্রুদের কানে সোনার দুল ছিল। ২৫ তারা বলল: 'খুশি মনেই
তা দেব।' তখন তিনি চাদর পাতলে প্রত্যেকে নিজ নিজ লুটের মাল থেকে একটা করে কানের
দুল ফেলল। ২৬ তিনি যে কানের দুল চেয়েছিলেন, তার পরিমাণ হল এক হাজার সাতশ' শেকেল
সোনা। তাছাড়া ছিল চন্দ্রহার, ঝুম্‌কা ও বেগুনি রঙের পোশাক যা মিদিয়ানীয় রাজারা পরছিলেন;
আবার উটের গলার হারও ছিল। ২৭ গিদিয়োন তা দিয়ে একটা এফোদ তৈরি করে তা তাঁর নিজের
শহর অফ্রাতে রাখলেন; তখন গোটা ইস্রায়েল সেখানে সেই এফোদের পূজা করায় ব্যভিচারী হল,
আর তা গিদিয়োনের ও তাঁর কুলের ফাঁদস্বরূপ হল।
২৮ তাই মিদিয়ান ইস্রায়েলের সামনে অবনমিত হল আর কখনও মাথা উচ্চ করতে পারল না।
গিদিয়োনের জীবনকালে চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

২৯ যোয়াশের ছেলে যেরুব-বায়াল নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেখানে বাস করলেন। ৩০
গিদিয়োনের ঘরে সত্তরটি পুত্রসন্তানের জন্ম হল, কেননা তাঁর বহু স্ত্রী বাস করছিল। ৩১ সিখেমে
তাঁর যে উপপত্নী ছিল, সেও তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, আর তিনি তার নাম
আবিমেলেক রাখলেন। ৩২ যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন শুভ বার্ধক্যকালে প্রাণত্যাগ করলেন, আর
আবিয়েজীয়দের অফ্রাতে তাঁর পিতা যোয়াশের সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।
৩৩ গিদিয়োনের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা আবার বায়াল-দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচারী
হতে লাগল এবং বায়াল-বেরিৎকে নিজেদের ইষ্ট দেবতা করল। ৩৪ ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের
পরমেশ্বর প্রভুকে আর স্মরণ করল না, যিনি চারদিকের সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার
করেছিলেন; ৩৫ যেরুব-বায়াল—অর্থাৎ গিদিয়োন—ইস্রায়েলের প্রতি যত মঙ্গল করেছিলেন, তারা
তাঁর কুলের প্রতি তত সহৃদয়তা দেখাল না।

আবিমেলেকের রাজ্য

৯যেরুব-বায়ালের ছেলে আবিমেলেক সিখেমে তার মায়ের ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের এবং তার
মায়ের পিতৃকুলের গোটা গোত্রকে এই কথা বলল, ২ ‘আমার অনুরোধ, তোমরা সিখেমের সকল
সমাজনেতার কাছে এই প্রশ্ন রাখ: তোমাদের পক্ষে ভাল কী? তোমাদের উপরে যেরুব-বায়ালের
সকল ছেলেদের অর্থাৎ সত্তরজনের শাসন ভাল, না একজনেরই শাসন ভাল? এই কথাও মনে
রেখ, আমি তোমাদের নিজেদেরই হাড় ও তোমাদের নিজেদেরই মাংস।’ ৩ তার মায়ের ভাইয়েরা
তার পক্ষ থেকে সিখেমের সকল সমাজনেতার কাছে এই সমস্ত কথা বলল, আর সেই সকলের মন
আবিমেলেকের দিকে আকর্ষিত হল; তারা ভাবছিল, ‘সে তো আমাদের ভাই।’ ৪ তাই তারা
বায়াল-বেরিতের মন্দির থেকে তাকে সত্তর রুপোর শেকেল দিল; আর আবিমেলেক নিষ্কর্মা ও
দুঃসাহসী লোকদের সেই টাকা মজুরি দিলে তারা তার অনুগামী হল। ৫ পরে সে অফ্রায় পিতার
বাড়িতে গিয়ে তার ভাইদের অর্থাৎ যেরুব-বায়ালের সত্তরজন ছেলেকে এক পাথরের উপরে বধ
করল; কেবল যেরুব-বায়ালের কনিষ্ঠ পুত্র যোথাম লুকিয়ে থাকায় রক্ষা পেল। ৬ তখন সিখেমের
সকল সমাজনেতা ও গোটা বেথ্-মিল্লো সমবেত হয়ে, সিখেমে যেখানে ওক্ গাছের স্মৃতিস্তম্ভ
রয়েছে, সেইখানে গিয়ে আবিমেলেককে রাজা বলে ঘোষণা করল।
৭ কিন্তু যোথানকে যখন ব্যাপারটা জানানো হল, তখন সে গিয়ে গারিজিম পর্বতের চূড়ায়
দাঁড়িয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বলল,

‘হে সিখেমের সমাজনেতা সকল, আমার কথায় কান দাও,
তবে পরমেশ্বর তোমাদের কথায় কান দেবেন:

৮ একদিন যত গাছপালা নিজেদের উপরে এক রাজা অভিষিক্ত করার জন্য
তেমন রাজার খোঁজে যাত্রা করল।
তারা জলপাইগাছকে বলল,
আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

৯ জলপাইগাছ উত্তরে বলল,
আমার যে তেল দিয়ে দেবতা ও মানুষের প্রতি সম্মান দেখানো হয়, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?

১০ গাছগুলো ডুমুরগাছকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

১১ ডুমুরগাছ উত্তরে বলল,
আমার মিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠ ফল ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?

১২ গাছগুলো আঙুরলতাকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

১৩ আঙুরলতা উত্তরে বলল,
আমার যে রস দেবতা ও মানুষকে আনন্দিত করে তোলে, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?

১৪ সমস্ত গাছ কাঁটাগাছকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

১৫ কাঁটাগাছ উত্তরে সেই গাছগুলোকে বলল,
তোমরা যদি তোমাদের উপরে সত্যিই আমাকে রাজা বলে অভিষিক্ত কর,
তবে এসো, আমার ছায়ায় আশ্রয় নাও;
তোমরা না এলে, তবে এই কাঁটাঝোপ থেকে আগুন জ্বলে উঠুক,
ও লেবাননের সমস্ত এরসগাছ গ্রাস করুক।

১৬ আচ্ছা, আবিমেলেককে রাজা করায় তোমরা যদি বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে কাজ করে থাক,
এবং যদি যেরুব-বায়ালের ও তাঁর কুলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে থাক, ও তাঁর হাতের সাধিত যত
উপকার অনুসারে তাঁর প্রতি ব্যবহার করে থাক—১৭ কেননা আমার পিতা তোমাদের জন্য যুদ্ধ
করে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই মিদিয়ানের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন; ১৮ অথচ
তোমরা আজ আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে উঠে এক পাথরের উপরে তাঁর সত্তরজন ছেলেকে বধ
করেছ, ও তাঁর দাসীর ছেলে আবিমেলেককে তোমাদের ভাই বলে সিখেমের সমাজনেতাদের
উপরে রাজা করেছ—১৯ আজ যদি তোমরা যেরুব-বায়ালের ও তাঁর কুলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও
সততার সঙ্গে আচরণ করে থাক, তবে সেই আবিমেলেককে নিয়ে আনন্দিত হও, সেও তোমাদের
নিয়ে আনন্দিত হোক। ২০ কিন্তু তা যদি না হয়, তবে আবিমেলেক থেকে আগুন জ্বলে উঠে
সিখেমের সমাজনেতাদের ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের গ্রাস করুক; আবার সিখেমের
সমাজনেতাদের কাছ থেকে ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের কাছ থেকে আগুন জ্বলে উঠে
আবিমেলেককে গ্রাস করুক।'

২১ যোথাম দৌড়ে পালিয়ে গেল, নিজেকে বাঁচাল, এবং তার ভাই আবিমেলেক থেকে দূরেই,
বেয়েরে, বসতি করল। ২২ আবিমেলেক ইস্রায়েলের উপরে তিন বছর কর্তৃত্ব করল। ২৩ পরে
পরমেশ্বর আবিমেলেকের ও সিখেমের সমাজনেতাদের মধ্যে অমঙ্গলকর এক আত্মা প্রেরণ
করলেন আর সিখেমের সমাজনেতারা আবিমেলেকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। ২৪ এমনটি
ঘটল, যেন যেরুব-বায়ালের সত্তরজন ছেলের প্রতি যে কুকাজ সাধন করা হয়েছিল, তার প্রতিফল

ঘটে, এবং তাদের ভাই আবিমেলেক, যে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল, তার উপরে, এবং ভাইদের
হত্যাকাণ্ডে যারা তার হাত সবল করেছিল, সিখেমের সেই সমাজনেতাদের উপরেও ওই
রক্তপাত-অপরাধের দণ্ড পড়ে। ২৫ সিখেমের সমাজনেতারা তার জন্য নানা পর্বতচূড়ায় লোক ওত
পেতে রাখল, আর যত লোক সেই পথের কাছ দিয়ে পথ চলছিল, তারা তাদের সবকিছু লুট করে
নিত। ব্যাপারটা আবিমেলেকের কাছে জানানো হল।

২৬ পরে এবেদের ছেলে গাল তার ভাইদের সঙ্গে নিয়ে সিখেমে বাস করতে এল, আর সিখেমের
সমাজনেতারা তার উপরেই আস্থা রাখল। ২৭ তারা মাঠে বের হয়ে আঙুরখেতে ফল জড় করল;
পরে তা মাড়াই করে উৎসব করল এবং তাদের দেবতার মন্দিরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে
আবিমেলেককে অভিশাপ দিল। ২৮ এবেদের ছেলে গাল বলল: 'আবিমেলেক কে, সিখেম কে যে
আমরা তার দাস হব? এ কি বরং উচিত নয় যে, যেরুব-বায়ালের ছেলে আর তার সেনাপতি
জেবুল সিখেমের পিতা সেই হামোরের লোকদেরই দাস হবে? আমরা তার দাস হব কেন? ২৯
আহা, এই গোটা জনগণ আমার হাতে থাকলে আমিই আবিমেলেককে তাড়িয়ে দিতাম, তাকে
বলতাম: তোমার সৈন্যদল আরও বড় করে বের হয়ে এসো দেখি!'

৩০ তখন এমনটি ঘটল যে, এবেদের ছেলে গালের সেই কথা শহরের শাসনকর্তা জেবুলের কানে
এলে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ৩১ তিনি ছদ্মবেশে আবিমেলেকের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন,
'দেখুন, এবেদের ছেলে গাল ও তার ভাইয়েরা সিখেমে এসেছে; আর দেখুন, তারা আপনার
বিরুদ্ধে নগর ক্ষেপিয়ে তুলছে। ৩২ তাই আপনি ও আপনার সঙ্গে যে লোক আছে, আপনারা রাতে
উঠে খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকুন; ৩৩ সকালে সূর্যোদয় হলেই আপনি উঠে শহরের উপরে ঝাঁপিয়ে
পড়বেন; সে ও তার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে বেরিয়ে গেলে আপনার হাত যা করতে চাইবে,
আপনি সেইমত করবেন।'

৩৪ আবিমেলেক ও তার পক্ষের সমস্ত লোক রাতে উঠে চার দল হয়ে সিখেমের বিরুদ্ধে ওত
পেতে থাকল। ৩৫ এবেদের ছেলে গাল বাইরে গিয়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়িয়েছিল, এমন
সময় আবিমেলেক ও তার লোকেরা গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এল। ৩৬ সেই লোকদের দেখে গাল
জেবুলকে বলল: 'দেখ, পর্বতচূড়া থেকে বহু লোক নেমে আসছে।' জেবুল তাকে বলল, 'তুমি
পর্বতের ছায়া দেখে তা মানুষ মনে করছ।' ৩৭ কিন্তু গাল জোর করে বলে চলল, 'দেখ, "অঞ্চলের
নাভি" থেকে বহু লোক নেমে আসছে, আর গণকদের ওক্ গাছের পথ দিয়ে আর এক দল
আসছে!' ৩৮ তখন জেবুল বলল, 'কোথায় এখন তোমার সেই মুখ, যে মুখে তুমি বলেছিলে:
আবিমেলেক কে যে আমরা তার দাস হব? যাদের তুমি অবজ্ঞা করেছিলে, ওরা কি সেই লোক
নয়? এখন যাও, বের হয়ে ওর সঙ্গে সংগ্রাম কর!' ৩৯ গাল সিখেমের সমাজনেতাদের আগে আগে
বেরিয়ে গিয়ে আবিমেলেকের সঙ্গে যুদ্ধ করল। ৪০ আবিমেলেক তাকে ধাওয়া করল, ও সে তার
সামনে থেকে পালিয়ে গেল; নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে পৌঁছবার আগে বহু বহু লোক মারা পড়ল।
৪১ আবিমেলেক আরুমায় ফিরে গেল, আর জেবুল গালকে ও তার ভাইদের তাড়িয়ে দিল; তারা
আর সিখেমে থাকতে পারল না।

৪২ পরদিন জনগণ বেরিয়ে খোলা মাঠে গেল, আর কথাটা আবিমেলেককে জানানো হল। ৪৩ তার
নিজের লোকজন নিয়ে সে তিন দল করে মাঠে ওত পেতে থাকল; যখন দেখল, লোকেরা শহর
থেকে বের হয়ে আসছে, তখন সে তাদের বিরুদ্ধে উঠে তাদের মেরে ফেলল। ৪৪ আবিমেলেক ও

তার সঙ্গী দল হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে গিয়ে থামল, আর সেইসঙ্গে অন্য দুই
দল, মাঠে যারা ছিল, তাদের উপরে নেমে পড়ে তাদের মেরে ফেলল। ৪৫ আবিমেলেক সেই সমস্ত
দিন ওই নগর আক্রমণ করল, এবং নগরটাকে দখল করে সেখানকার লোকদের বধ করল; পরে
নগরটাকে ভূমিসাৎ করে তার উপরে লবণ ছড়িয়ে দিল। ৪৬ সিখেমের দুর্গের সমাজনেতারা সকলে
একথা শুনে এল্-বেরিৎ দেবের মন্দিরের নিম্নকক্ষে ঢুকে আশ্রয় নিল। ৪৭ আবিমেলেককে যখন
একথা জানানো হল যে, সিখেমের দুর্গের সকল সমাজনেতা একত্র হয়েছে, ৪৮ সে ও তার সঙ্গী দল
তখনই সাল্‌মোন পর্বতে উঠল; হাতে একটা কুড়াল নিয়ে সে একটা গাছের ডাল কেটে কাঁধে
নিল, ও তার সঙ্গী লোকদের বলল, 'তোমরা আমাকে যা করতে দেখলে, শীঘ্রই সেইমত কর!'
৪৯ তাই সমস্ত লোক প্রত্যেকে এক একটা ডাল কেটে নিয়ে আবিমেলেকের পিছু পিছু চলল;
সেই সব ডাল নিম্নকক্ষের গায়ে বসিয়ে সেই ঘরে ও তার মধ্যে যত লোক ছিল, সবকিছুতেই
আগুন লাগিয়ে দিল; আর সিখেমের দুর্গের সকল লোক মরল: স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক আনুমানিক
এক হাজার লোক ছিল।

আবিমেলেকের মৃত্যু

৫০ পরে আবিমেলেক তেবেসে গেল, এবং অবরোধ করার পর তা দখল করল। ৫১ নগরটার
মাঝখানে একটা দৃঢ়দুর্গ ছিল, সেইখানে গিয়ে সমস্ত পুরুষলোক ও স্ত্রীলোক এবং শহরের সকল
সমাজনেতা আশ্রয় নিল ও দরজা বন্ধ করে দুর্গের ছাদের উপরে উঠল। ৫২ দুর্গের কাছে পৌঁছে
আবিমেলেক তা আক্রমণ করল। আগুন ধরাবার জন্য সে দুর্গের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ৫৩
এমন সময় একটি স্ত্রীলোক একটা জাঁতার উপরের পাট নিয়ে আবিমেলেকের মাথার উপরে তা
ফেলে দিয়ে তার মাথার খুলি ভেঙে ফেলল। ৫৪ আবিমেলেক সঙ্গে সঙ্গে তার অস্ত্রবাহক যুবককে
ডেকে বলল, 'খড়্গ খুলে আমাকে বধ কর, পাছে লোকে আমার বিষয়ে বলে, একটা স্ত্রীলোকই
ওকে বধ করেছে!' যুবকটি তাকে বিঁধিয়ে দিলে সে মারা গেল। ৫৫ আবিমেলেক মরেছে দেখে
ইস্রায়েলীয়েরা প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে চলে গেল।
৫৬ এইভাবে আবিমেলেক তার সত্তরজন ভাইকে বধ করে তার পিতার বিরুদ্ধে যে অপকর্ম
করেছিল, পরমেশ্বর সেই অপকর্ম তার মাথায় ফিরিয়ে আনলেন; ৫৭ সিখেমের লোকদের মাথার
উপরেও পরমেশ্বর তাদের সমস্ত অপকর্ম ফিরিয়ে আনলেন; এভাবে যেরুব-বায়ালের ছেলে
যোথামের অভিশাপ তাদের বিষয়ে খেটে গেল।

চ - তোলা

১০আবিমেলেকের পরে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করার জন্য তোলার উদ্ভব হল: তিনি ইসাখার গোষ্ঠীয়
দোদোর পৌত্র পুয়ার সন্তান; তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত শামিরে বাস করতেন। ২
তিনি তেইশ বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন; পরে তাঁর মৃত্যু হল ও তাঁকে শামিরে সমাধি
দেওয়া হল।

ছ - যায়ির

৩ তাঁর পরে গিলেয়াদীয় যায়িরের উদ্ভব হল; তিনি বাইশ বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। ৪
তাঁর ত্রিশজন ছেলে ছিল, তারা ত্রিশটা গাধা চড়ে বেড়াত; তাদের ত্রিশটা শহরও ছিল, যেগুলোর

নাম আজ পর্যন্তও যায়িরের শিবির; শহরগুলো গিলেয়াদ অঞ্চলে অবস্থিত। ৫ পরে যায়িরের মৃত্যু
হল ও তাঁকে কামোনে সমাধি দেওয়া হল।

জ - যেফ্‌থা—ইস্রায়েল অত্যাচারিত

৬ ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল ও
বায়াল-দেবদের, আস্তার্তীস দেবীদের, আরামের দেবতাদের, সিদোনের দেবতাদের, মোয়াবের
দেবতাদের, আম্মোনীয়দের দেবতাদের ও ফিলিস্তীনিদের দেবতাদের সেবা করল; তারা প্রভুকে
ত্যাগ করল, তাঁর সেবা আর করল না। ৭ তখন ইস্রায়েলের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল: তিনি
ফিলিস্তীনিদের হাতে ও আম্মোনীয়দের হাতে তাদের বিক্রি করে দিলেন। ৮ আর এরা সেই বছর
থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের চূর্ণবিচূর্ণ করল ও আঠারো বছর ধরে ইস্রায়েল সন্তানদের অত্যাচার
করল—হ্যাঁ, সেই সকল ইস্রায়েলীয়দের অত্যাচার করল, যারা যর্দনের ওপারে, আমোরীয়দের
অঞ্চলে, সেই গিলেয়াদে বাস করত। ৯ পরে আম্মোনীয়েরা যুদা ও বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে ও
এফ্রাইমকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যর্দন পার হয়ে এল: ইস্রায়েল বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়ল।
১০ তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা এই বলে প্রভুর কাছে হাহাকার করল, 'আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ
করেছি, কেননা আমাদের পরমেশ্বরকে ত্যাগ করে বায়াল দেবতাদেরই সেবা করেছি।' ১১ আর
প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, 'আমি কি মিশরীয়দের, আমোরীয়দের, আম্মোনীয়দের ও
ফিলিস্তীনিদের কাছ থেকে তোমাদের মুক্ত করিনি? ১২ সেই সিদোনীয়েরা, আমালেকীয়েরা ও
মিদিয়ানীয়েরা যখন তোমাদের অত্যাচার করছিল ও তোমরা চিৎকার করে আমাকে ডাকলে, তখন
আমি কি তাদের হাত থেকে তোমাদের ত্রাণ করিনি? ১৩ অথচ তোমরা আমাকে ত্যাগ করে অন্য
দেবতাদের সেবা করলে; তাই আমি তোমাদের আর ত্রাণ করব না। ১৪ যাও! তোমরা যে
দেবতাদের বেছে নিয়েছ, তাদেরই কাছে গিয়ে হাহাকার কর; সঙ্কটের দিনে তারাই তোমাদের
ত্রাণ করুক!' ১৫ তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুকে বলল, 'আমরা পাপ করেছি! আমাদের নিয়ে যা
খুশি তাই কর, কিন্তু আজকের মত আমাদের উদ্ধার কর!' ১৬ তারা তাদের মধ্য থেকে বিজাতীয়
যত দেবতাকে দূর করে দিয়ে প্রভুরই সেবা করল, আর তাঁর প্রাণ ইস্রায়েলের ক্লেশ আর বেশিক্ষণ
সহ্য করতে পারল না।
১৭ সেসময় আম্মোনীয়েরা জড় হয়ে গিলেয়াদে শিবির বসাল, ইস্রায়েল সন্তানেরাও সমবেত হয়ে
মিস্পাতে শিবির বসাল। ১৮ তখন জনগণ, গিলেয়াদের নেতারা, একে অপরকে বলল, 'কে
আম্মোনীয়দের আক্রমণ করতে শুরু করবে? সে-ই হবে গিলেয়াদ-নিবাসী সমস্ত লোকের প্রধান।'
১১গিলেয়াদীয় যেফ্‌থা বলবান এক বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি এক বেশ্যার ছেলে; গিলেয়াদ ছিলেন
তাঁর পিতা। ২ গিলেয়াদের স্ত্রী তাঁর ঘরে কয়েকটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, যারা একবার বড় হলে
যেফ্‌থাকে তাড়িয়ে দিল; তারা বলল, 'আমাদের পিতৃকুলের মধ্যে তুমি উত্তরাধিকার পাবে না,
কারণ তুমি অপর একটা স্ত্রীর ছেলে।' ৩ যেফ্‌থা তাঁর আপন ভাইদের কাছ থেকে পালিয়ে টোব
অঞ্চলে গিয়ে বসতি করলেন। যেফ্‌থার কাছে বেশ কয়েকটা দুঃসাহসী লোক জড় হল, তারা তাঁর
সঙ্গে বাইরে এটা সেটা লুট করে নিত।
৪ কিছুকাল পরে আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। ৫ যখন আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলকে
আক্রমণ করল, তখন গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেফ্‌থাকে টোব অঞ্চল থেকে আনতে গেলেন। ৬ তাঁরা
যেফ্‌থাকে বললেন, 'এসো, আমাদের নেতা হও, তবে আমরা আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

পারব।’ ৭ যেফ্‌থা গিলেয়াদের প্রবীণদের উত্তরে বললেন, ‘আপনারাই কি আমাকে ঘৃণা করে
আমার পিতার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি? এখন বিপদে পড়েছেন বলে আমার কাছে কেন
এসেছেন?’ ৮ গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেফ্‌থাকে বললেন, ‘ঠিক এজন্যই আমরা এখন তোমার দিকে
ফিরেছি; এসো, আমাদের সঙ্গে আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এবং আমাদের অর্থাৎ
গিলেয়াদ-অধিবাসী সকল লোকের প্রধান হও।’ ৯ তখন যেফ্‌থা গিলেয়াদের প্রবীণদের বললেন,
‘আপনারা যদি আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আবার স্বদেশে নিয়ে যান, আর
প্রভু যদি আমার হাতে তাদের তুলে দেন, তবে আমি কী আপনাদের প্রধান হব?’ ১০ গিলেয়াদের
প্রবীণেরা যেফ্‌থাকে বললেন, ‘আমাদের মধ্যে প্রভুই সাক্ষী! আমরা অবশ্য তোমার কথামত কাজ
করব।’ ১১ তাই যেফ্‌থা গিলেয়াদের প্রবীণদের সঙ্গে গেলেন: জনগণ তাঁকে তাদের প্রধান ও
অগ্রনেতা নিযুক্ত করল, আর যেফ্‌থা মিস্পাতে প্রভুর সাক্ষাতে পুনরায় তাঁর সেই সমস্ত কথা
বললেন।

আম্মোনীয়দের সঙ্গে যেফ্‌থার আপস-মীমাংসা চেষ্টা

১২ পরে যেফ্‌থা আম্মোনীয়দের রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, ‘আমার ও আপনার মধ্যে
ব্যাপারটা কি যে আপনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমার দেশে এলেন?’ ১৩ আম্মোনীয়দের রাজা
যেফ্‌থার দূতদের বললেন, ‘কারণটা এই: ইস্রায়েল যখন মিশর থেকে আসে, তখন, আর্নোন
থেকে যাব্বোক ও যর্দন পর্যন্ত আমার ভূমি কেড়ে নিয়েছিল; সুতরাং এখন তোমরা তা স্বেচ্ছায়ই
ফিরিয়ে দাও।’

১৪ যেফ্‌থা আম্মোনীয়দের রাজার কাছে আবার দূত পাঠালেন; তাঁকে বললেন, ১৫ ‘যেফ্‌থা একথা
বলছেন: মোয়াবের ভূমি বা আম্মোনীয়দের ভূমি ইস্রায়েল কেড়ে নেয়নি। ১৬ মিশর থেকে আসবার
সময়ে ইস্রায়েল লোহিত-সাগর পর্যন্ত মরুপ্রান্তরের মধ্যে চলতে চলতে যখন কাদেশে এসে পৌঁছে,
১৭ তখন এদোমের রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিল: আপনার দোহাই, আপনি আপনার দেশের
মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে দিন; কিন্তু এদোমের রাজা সেই কথায় কান দিলেন না; সেইভাবে
মোয়াবের রাজার কাছে বলে পাঠালে তিনিও রাজি হলেন না, ফলে ইস্রায়েল কাদেশে রইল। ১৮
পরে তারা মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে এদোম দেশ ও মোয়াব দেশের পাশ কাটিয়ে মোয়াব দেশের
পুবদিক দিয়ে এসে আর্নোনের ওপারে শিবির বসাল, মোয়াবের এলাকার মধ্যে তারা তো ঢুকল
না, কেননা আর্নোন মোয়াবের সীমানা। ১৯ পরে ইস্রায়েল হেস্‌বোনের রাজা, আমোরীয়দের রাজা,
সেই সিহোনের কাছে দূত পাঠাল; ইস্রায়েল তাঁকে বলল: আপনার দোহাই, আপনি আপনার
দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের গন্তব্য স্থানে আমাদের যেতে দিন। ২০ কিন্তু ইস্রায়েল যে তাঁর এলাকার
মধ্য দিয়ে যাবে, তিনি তা বিশ্বাস করলেন না; এমনকি, তাঁর সমস্ত লোক জড় করে যাহাসে
শিবির বসালেন ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। ২১ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু সিহোনকে ও
তাঁর সমস্ত লোককে ইস্রায়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর তারা তাদের পরাজিত করল: এইভাবে
ইস্রায়েল সেই দেশের অধিবাসী আমোরীয়দের সমস্ত দেশ অধিকার করে নিল। ২২ তারা আর্নোন
থেকে যাব্বোক পর্যন্ত ও মরুপ্রান্তর থেকে যর্দন পর্যন্ত আমোরীয়দের সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে
নিল। ২৩ আর এখন যে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন জাতি ইস্রায়েলের সামনে
আমোরীয়দের দেশছাড়া করলেন, আপনি কি তাদের দেশ অধিকার করে নেবেন? ২৪ আপনার
কামোশ দেব আপনার স্বত্বাধিকার-রূপে যা-কিছু দিয়েছে, আপনি কি তারই অধিকারী নন? তাই

আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের সামনে যাদের দেশছাড়া করেছেন, আমরাও তাদের সমস্ত
দেশের অধিকারী! ২৫ বলুন দেখি, আপনি কি মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের সন্তান বালাকের চেয়েও
ভাল? তিনি কি ইস্রায়েলের সঙ্গে বিবাদ করলেন বা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন? ২৬
হেস্‌বোনে ও তার উপনগরগুলোতে, আরোয়েরে ও তার উপনগরগুলোতে, ও আর্নোনের তীর
জুড়ে সমস্ত শহরে তিনশ' বছর হল যে ইস্রায়েল সেখানে বাস করছে! এত দিনের মধ্যে আপনারা
কেন সেই সমস্ত দেশ ফিরিয়ে নেননি? ২৭ আমি আপনাদের কোন অপকার করিনি, কিন্তু আমার
সঙ্গে যুদ্ধ করায় আপনিই আমার প্রতি অন্যায় করছেন; বিচারকর্তা প্রভু আজ ইস্রায়েল সন্তানদের
ও আম্মোন-সন্তানদের মধ্যে বিচার করুন!' ২৮ কিন্তু যেফ্‌থা এই যে সকল কথা বলে পাঠালেন,
তাতে আম্মোনীয়দের রাজা কান দিলেন না।

যেফ্‌থার মানত

২৯ তখন প্রভুর আত্মা যেফ্‌থার উপরে নেমে অধিষ্ঠান করল, আর তিনি গিলেয়াদ ও মানাসে
অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিলেয়াদে মিস্পা শহরে গেলেন ও গিলেয়াদের মিস্পা থেকে আম্মোনীয়দের
কাছে এসে পৌঁছলেন। ৩০ যেফ্‌থা এই বলে প্রভুর কাছে মানত করলেন, 'তুমি যদি আম্মোনীয়দের
আমার হাতে তুলে দাও, ৩১ তবে আমি যখন আম্মোনীয়দের কাছ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসব,
তখন আমার বাড়ির দরজা থেকে যেই কেউ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসবে, সে
নিশ্চয়ই প্রভুরই হবে, আর আমি তাকে আহুতি রূপে উৎসর্গ করব।'

৩২ যেফ্‌থা আম্মোনীয়দের আক্রমণ করার জন্য তাদের এলাকায় গেলে প্রভু তাদের তাঁর হাতে
তুলে দিলেন। ৩৩ তিনি কুড়িটা শহর দখল করে আরোয়ের থেকে মিন্নিতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত
আবেল-কেরামিম পর্যন্ত তাদের পরাস্ত করলেন। এইভাবে আম্মোনীয়দের ইস্রায়েলের সামনে
অবনমিত করা হল।

৩৪ পরে যেফ্‌থা মিস্পায় তাঁর আপন বাড়িতে ফিরে আসছেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে
দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর মেয়ে খঞ্জনি হাতে করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। সে তাঁর
একমাত্র মেয়ে, সে ছাড়া তাঁর অন্য ছেলে বা মেয়ে ছিল না। ৩৫ তাকে দেখামাত্র তিনি পোশাক
ছিঁড়ে বলে উঠলেন, 'হায় হায়, মেয়ে আমার, আমার উপরে কেমন দুর্দশা এনেছ! যারা আমার
জীবনে দুর্দশা আনে, তুমিও তাদের মধ্যে একজন! কিন্তু আমি প্রভুকে কথা দিয়েছি, আর তা
ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না।' ৩৬ মেয়েটি বলল, 'পিতা আমার, তুমি যখন প্রভুকে কথা দিয়েছ, তখন
তোমার মুখ দিয়ে যে কথা নিঃসৃত হয়েছে, সেই অনুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর; কেননা প্রভু
তোমার শত্রু সেই আম্মোনীয়দের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ তোমাকে মঞ্জুর করেছেন।' ৩৭
পরে সে পিতাকে বলল, 'আমাকে শুধু এটুকু মঞ্জুর করা হোক: দু'মাসের জন্য আমাকে যেতে
দাও, যেন আমি গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আমার সখীদের সঙ্গে আমার কুমারী অবস্থার জন্য
বিলাপ করি।' ৩৮ তিনি বললেন, 'যাও!' আর তাকে দু'মাসের জন্য যেতে দিলেন; তাই মেয়েটি
তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে তার কুমারী অবস্থার জন্য বিলাপ করল। ৩৯ সেই
দু'মাস কেটে গেলে মেয়েটি পিতার কাছে ফিরে এল; পিতা যে মানত করেছিলেন, তাকে দিয়ে তা
পূরণ করল। মেয়েটির কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও মিলন হয়নি; এ থেকে ইস্রায়েলের মধ্যে এই
প্রথার উদ্ভব হল যে, ৪০ বছরে বছরে ইস্রায়েলীয় তরুণীরা বাড়ি ছেড়ে চার দিন গিলেয়াদীয়
যেফ্‌থার মেয়ের জন্য শোকপালন করে।

গিলেয়াদ ও এফ্রাইমের মধ্যে যুদ্ধ এবং যেফ্‌থার মৃত্যু

১২এফ্রাইমের লোকেরা জড় হয়ে সাফোনের দিকে নদী পার হল; তারা যেফ্‌থাকে বলল:
'আমাদের না ডেকে তুমি কেন আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে? আমরা তোমার বাড়ি
সমেত তোমাকে পুড়িয়ে দেব।' ২ যেফ্‌থা উত্তরে তাদের বললেন, 'আম্মোনীয়দের সঙ্গে আমার ও
আমার লোকদের বড়ই বিরোধিতা ছিল; আমি তখন আমাকে সাহায্য করতে তোমাদের ডাকলাম,
কিন্তু তোমরা তাদের হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করতে আসনি। ৩ যখন দেখলাম, আমাকে ত্রাণ
করার মত এমন কেউই নেই, তখন আমি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে
রণযাত্রা করলাম, আর প্রভু তাদের আমার হাতে তুলে দিলেন; তাই তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ
করার জন্য কেন আজ আমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছ?' ৪ যেফ্‌থা গিলেয়াদের সমস্ত লোককে জড়
করে এফ্রাইমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; গিলেয়াদের লোকেরা এফ্রাইমের লোকদের পরাজিত
করল, কেননা এরা বলছিল: 'রে গিলেয়াদীয়েরা! তোমরা এফ্রাইমের মধ্যে ও মানাসের মধ্যে
এফ্রাইমের পলাতকমাত্র।' ৫ পরে গিলেয়াদীয়েরা এফ্রাইমীয়দের হাত থেকে যর্দনের পারঘাটাগুলো
কেড়ে নিল; আর এফ্রাইমের কোন পলাতক যখন বলত: 'আমাকে পার হতে দাও,' তখন
গিলেয়াদের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কি এফ্রাইমীয়?' ৬ সে যদি বলত, 'না,' তবে
তারা বলত, 'আচ্ছা, শিব্বোলেট বল দেখি;' আর সে—যেহেতু কথাটা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে
পারত না—যদি বলত 'শিব্বোলেৎ,' তাহলে তারা তাকে ধরে নিয়ে যর্দনের পারঘাটায় বধ
করত। সেসময় এফ্রাইমের বিয়াল্লিশ হাজার লোক মারা পড়ল।

৭ যেফ্‌থা ছয় বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন; পরে গিলেয়াদীয় যেফ্‌থার মৃত্যু হল ও তাঁর
নিজের শহর গিলেয়াদে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

ঝ - ইব্‌সান

৮ তাঁর পরে বেথলেহেমীয় ইব্‌সান ইস্রায়েলের বিচারক হলেন: ৯ তাঁর ত্রিশজন ছেলে ছিল,
আবার ত্রিশজন মেয়ের বিবাহ দিলেন, ও তাঁর ছেলেদের জন্য বাইরে থেকে ত্রিশজন মেয়ে
আনালেন; তিনি সাত বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। ১০ পরে ইব্‌সানের মৃত্যু হল ও
বেথলেহেমে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

ঞ - এলোন

১১ তাঁর পরে জাবুলোনীয় এলোন ইস্রায়েলের বিচারক হলেন: তিনি দশ বছর ইস্রায়েলের
বিচারক হলেন। ১২ পরে জাবুলোনীয় এলোনের মৃত্যু হল ও জাবুলোন অঞ্চলে অবস্থিত আয়ালোনে
তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

ট - আব্দোন

১৩ তাঁর পরে পিরাথোনীয় হিল্লেলের সন্তান আব্দোন ইস্রায়েলের বিচারক হলেন: ১৪ তাঁর
চল্লিশজন ছেলে ও ত্রিশজন পৌত্র হল; তারা সত্তরটা গাধা চড়ে বেড়াত; তিনি আট বছর
ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। ১৫ পরে পিরাথোনীয় হিল্লেলের সন্তান আব্দোনের মৃত্যু হল ও
এফ্রাইমের এলাকায়, আমালেকীয়দের পার্বত্য অঞ্চলে, পিরাথোনেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

ঠ - সাম্‌সোন—তাঁর জন্মসংবাদ

১৩ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল; আর প্রভু
চল্লিশ বছর তাদের ফিলিস্তীনিদের হাতে তুলে দিলেন।
২ সেসময় দান-গোষ্ঠীয় জরা নিবাসী একজন লোক ছিলেন যাঁর নাম মানোয়া; তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা
ছিলেন, তাঁর কখনও সন্তান হয়নি। ৩ প্রভুর দূত সেই স্ত্রীলোককে দেখা দিয়ে বললেন, 'দেখ, তুমি
বন্ধ্যা, তোমার কখনও সন্তান হয়নি, কিন্তু গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে। ৪
সাবধান, এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করো না, অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না; ৫
কেননা দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে
না, কেননা ছেলেটি গর্ভ থেকেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে; সে ফিলিস্তীনিদের হাত
থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে শুরু করবে।' ৬ স্ত্রীলোকটি গিয়ে স্বামীকে বললেন, 'পরমেশ্বরের
একজন লোক আমার কাছে এসেছেন: তাঁর চেহারা পরমেশ্বরের দূতের মত,—ভয়ঙ্কর চেহারা!
তিনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি, আর তিনি আমাকে তাঁর নাম
বলেননি। ৭ তবু তিনি আমাকে বললেন: দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব
করবে; এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র কোন পানীয় পান করো না, অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না,
কেননা ছেলেটি গর্ভ থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।'
৮ তখন মানোয়া এই বলে প্রভুর কাছে মিনতি জানালেন, 'প্রভু, পরমেশ্বরের যে লোককে তুমি
আমাদের কাছে পাঠিয়েছ, তাঁকে আবার আমাদের কাছে আসতে দাও, এবং যে ছেলেটির জন্মাবার
কথা, তার প্রতি আমাদের কী করণীয়, তা আমাদের বুঝিয়ে দাও।' ৯ পরমেশ্বর মানোয়ার কণ্ঠে
কান দিলেন, এবং পরমেশ্বরের সেই দূত আবার স্ত্রীলোকটির কাছে এলেন; সেসময় তিনি মাঠে
ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী মানোয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। ১০ স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে
স্বামীকে সংবাদ দিলেন, তাঁকে বললেন, 'দেখ, সেদিন যে লোকটি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি
আমাকে দেখা দিয়েছেন।' ১১ মানোয়া উঠে স্ত্রীর পিছু পিছু গেলেন, এবং সেই লোকের কাছে গিয়ে
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে যিনি কথা বলেছিলেন, আপনি কি সেই লোক?'
তিনি উত্তর দিলেন, 'আমিই সে।' ১২ মানোয়া বলে চললেন, 'আপনার বাণী যখন সফল হবে,
তখন ছেলেটির ব্যাপারে কী নিয়ম পালন করতে হবে? তার জন্য কী করতে হবে?' ১৩ প্রভুর দূত
মানোয়াকে বললেন, 'আমি এই স্ত্রীলোককে যা কিছু বলেছি, সেই সমস্ত ব্যাপারে সে সাবধান
থাকুক। ১৪ সে যেন আঙুরলতা-জাত কোন কিছু না খায়, আঙুররস বা কোন উগ্র পানীয় পান না
করে, অশুচি কোন কিছু না খায়; আর আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করেছি, সে তা পালন করুক।'
১৫ মানোয়া পরমেশ্বরের দূতকে বললেন, 'দোহাই আপনার! কিছুক্ষণ এখানে থাকুন, আমরা
আপনার জন্য একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করব।' ১৬ প্রভুর দূত মানোয়াকে বললেন, 'তুমি আমাকে
দেরি করালেও আমি তোমার খাদ্য খাব না; তবু তুমি যদি একটা আহুতিবলি উৎসর্গ করতে ইচ্ছা
কর, তবে প্রভুর উদ্দেশেই তা উৎসর্গ কর।' আসলে তিনি যে প্রভুর দূত, একথা মানোয়া জানতেন
না। ১৭ তখন মানোয়া প্রভুর দূতকে বললেন, 'আপনার নাম কী? যেন আপনার বাণী সফল হলে
আমরা আপনাকে সম্মান দেখাতে পারি!' ১৮ প্রভুর দূত বললেন, 'কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা
করছ? তা তো আশ্চর্যময়।' ১৯ তাই মানোয়া সেই ছাগের বাচ্চা ও নৈবেদ্য নিয়ে সেই প্রভুর
উদ্দেশে পাথরের উপরে আহুতিরূপে উৎসর্গ করলেন, যিনি আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক। মানোয়া ও

তাঁর স্ত্রী তাকাতে তাকাতে, ২০ অগ্নিশিখা বেদি থেকে আকাশের দিকে উঠতে উঠতে প্রভুর দূত
সেই বেদির শিখার মধ্যে মানোয়া ও তাঁর স্ত্রীর চোখের সামনে ঊর্ধ্বে গেলেন, আর তাঁরা মাটিতে
উপুড় হয়ে পড়লেন। ২১ পরে প্রভুর দূত মানোয়াকে ও তাঁর স্ত্রীকে আর কখনও দেখা দিলেন না,
কিন্তু তবুও মানোয়া বুঝতে পারলেন, তিনি প্রভুর দূত। ২২ তাই মানোয়া স্ত্রীকে বললেন,
'আমাদের মৃত্যু এখন নিশ্চিত, কারণ আমরা পরমেশ্বরকে দেখেছি!' ২৩ কিন্তু তাঁর স্ত্রী বললেন,
'প্রভু যদি আমাদের মৃত্যু ঘটাতে চাইতেন, তবে আমাদের হাত থেকে আহুতি ও নৈবেদ্য গ্রহণ
করে নিতেন না; এই সমস্ত কিছুও আমাদের দেখাতেন না, আর একই সময়ে আমাদের এমন
সকল কথাও শোনাতেন না।'
২৪ স্ত্রীলোকটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তাঁর নাম সাম্‌সোন রাখলেন। ছেলেটি বড় হতে
লাগলেন, ও প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। ২৫ প্রভুর আত্মা প্রথমে জরা ও এষ্টায়োলের মধ্যস্থানে,
মাহানে-দানে, তাঁকে উদ্দীপিত করতে লাগল।

সাম্‌সোনের বিবাহ

১৪সাম্‌সোন তিম্নায় নেমে গেলেন এবং তিম্নায় ফিলিস্তীনিদের মেয়েদের মধ্যে একটি যুবতীকে
লক্ষ করলেন। ২ বাড়ি ফিরে এসে তাঁর পিতামাতাকে ব্যাপারটা খুলে বললেন; বললেন, 'তিম্নায়
আমি ফিলিস্তীনিদের মেয়েদের একটি যুবতীকে লক্ষ করেছি; তোমরা তাকে আমার স্ত্রী হবার জন্য
নিয়ে এসো।' ৩ তাঁর পিতামাতা তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাইদের মধ্যে ও আমাদের গোটা জাতির
মধ্যে কি মেয়ে নেই যে তুমি অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তীনিদের মেয়ে বিয়ে করতে যাবে?' কিন্তু
সাম্‌সোন পিতাকে বললেন, 'আমার জন্য তাকে আনাও, তাকেই আমি পছন্দ করি।' ৪ বস্তুত তাঁর
পিতামাতা জানতেন না যে, এসব কিছু প্রভু থেকেই হচ্ছিল, কারণ তিনি ফিলিস্তীনিদের বিরুদ্ধে
বিবাদ করার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন, যেহেতু সেসময় ফিলিস্তীনিরা ইস্রায়েলের উপরে কর্তৃত্ব
করত।
৫ সাম্‌সোন ও তাঁর পিতামাতা তিম্নায় নেমে গেলেন; তাঁরা তিম্নার আঙুরখেতে এসে পৌঁছলে,
দেখ, এক যুবসিংহ সাম্‌সোনের সামনে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। ৬ প্রভুর আত্মা তাঁর
উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তাঁর হাতে কিছু না থাকলেও তিনি সেই সিংহ যেন একটা
ছাগের ছানার মতই ছিঁড়ে ফেললেন; কিন্তু যে কী করলেন, তা পিতামাতাকে বললেন না। ৭ পরে
তিনি গিয়ে সেই মেয়ের সঙ্গে আলাপ করলেন, আর তাঁর পছন্দ হল।
৮ কিছুদিন পরে তিনি তাকে বিবাহ করতে সেখানে ফিরে গেলেন, এবং সেই সিংহের লাশ
দেখবার জন্য পথ ছেড়ে গেলেন; আর দেখ, সিংহের দেহে এক ঝাঁক মৌমাছি ও মধুর চাক
রয়েছে। ৯ তিনি কিছুটা মধু হাতে নিয়ে খেতে খেতে এগিয়ে চললেন; পিতামাতার কাছে ফিরে
এসে তাঁদেরও খানিকটা দিলেন আর তাঁরা তা খেলেন; কিন্তু সেই মধু যে সিংহের দেহ থেকেই
নিয়েছিলেন, একথা তিনি তাঁদের বললেন না।

সাম্‌সোনের ধাঁধা

১০ তাই তাঁর পিতা সেই যুবতীর কাছে গেলে সাম্‌সোন সেখানে একটা ভোজের আয়োজন
করলেন, কেননা তেমনটি ছিল যুবকদের প্রথা। ১১ তাঁকে দেখে ফিলিস্তীনিরা ত্রিশজন সাথীকে
আনল, তারা যেন তাঁর পাশে থাকে। ১২ সাম্‌সোন তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের কাছে একটা

ধাঁধা দিই, যদি তোমরা এই উৎসবের সাত দিনের মধ্যে তার অর্থ বুঝে আমাকে বলে দিতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রিশটা জামা ও ত্রিশ জোড়া কাপড় দেব। ১৩ কিন্তু যদি আমাকে তার অর্থ বলতে না পার, তবে তোমরাই আমাকে ত্রিশটা জামা ও ত্রিশ জোড়া কাপড় দেবে।' ১৪ তারা বলল, 'ধাঁধাটা বল, আমরা শুনি।' তিনি তাদের বললেন:

'খাদক থেকে নির্গত হল খাদ্য,
শক্তিশালী থেকে নির্গত হল মিষ্টান্ন।'

তিন দিন গেল, কিন্তু তারা ধাঁধাটার অর্থ বুঝতে পারল না; ১৫ চতুর্থ দিনে তারা সাম্‌সোনের স্ত্রীকে বলল, 'তোমার স্বামীকে ফুস্‌লাও, যেন তিনি সেই ধাঁধার অর্থ আমাদের বলেন, নইলে আমরা তোমাকে ও তোমার পিতৃকুলকে সবাইকেই আগুনে পুড়িয়ে মারব। তোমরা কি আমাদের নিঃস্ব করার জন্যই এখানে নিমন্ত্রণ করেছ?' ১৬ তাই সাম্‌সোনের স্ত্রী স্বামীর কাছে কাঁদতে লাগল; তাঁকে বলল, 'তুমি আমাকে কেবল ঘৃণাই করছ, ভালবাস না; আমার স্বজাতীয়দের একটা ধাঁধা বললে আর তার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিলে না!' তিনি তাকে বললেন, 'দেখ, আমার পিতামাতাকেও যখন তা বুঝিয়ে দিইনি, তখন কি তোমাকেই বোঝাব?' ১৭ উৎসব-সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে কাঁদতে থাকল, আর তাঁকে এত পীড়াপীড়ি করল যে, সপ্তম দিনে তিনি তাকে তার অর্থ বলে দিলেন; আর সে তার স্বজাতীয়দের কাছে ধাঁধার অর্থ বলে দিল। ১৮ তাই সপ্তম দিনে, তিনি মিলন-কক্ষে ঢোকবার আগে, শহরের লোকেরা সাম্‌সোনকে বলল:

'মধুর চেয়ে মিষ্টি কী?
সিংহের চেয়ে শক্তিশালী কি?'

তিনি উত্তরে তাদের বললেন,

'তোমরা যদি আমার গাভী দিয়ে চাষ না করতে,
আমার ধাঁধার অর্থ কখনও খুঁজে পেতে না।'

১৯ তখন প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি আস্কালোনে নেমে গিয়ে সেখানকার ত্রিশজন মানুষকে মেরে ফেলে তাদের পোশাক নিলেন, আর ধাঁধার অর্থ যারা বলে দিয়েছিল, তাদের তিনি জোড়া জোড়া কাপড় দিলেন। এবং ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে পিতার বাড়িতে ফিরে গেলেন। ২০ পরে সাম্‌সোনের যে সাথী তাঁর বিবাহের সঙ্গী হয়েছিল, সাম্‌সোনের স্ত্রীকে তাকেই দেওয়া হল।

সাম্‌সোনের প্রতিশোধ

১৫কিছু দিন পরে, গম কাটার সময়ে, সাম্‌সোন একটা ছাগের ছানা সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন-কক্ষে যাব।' কিন্তু স্ত্রীর পিতা তাঁকে ভিতরে যেতে দিলেন না; ২ তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তাকে যে নিতান্তই ঘৃণা কর, এবিষয়ে আমার এমন নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, তাকে তোমার সাথীকেই দিয়েছি; তার ছোট বোন কি তার চেয়ে সুন্দরী নয়? আমার অনুরোধ: এর বদলে তাকেই নাও।' ৩ সাম্‌সোন তাঁকে বললেন, 'এবার ফিলিস্তীনিদের অনিষ্ট করলেও তাদের কাছে দোষী হব না।'

৪ সাম্‌সোন গিয়ে তিনশ'টা শিয়াল ধরলেন; পরে নানা মশাল নিয়ে লেজে লেজে তাদের যোগ

করে দুই দুই লেজে এক এক মশাল বাঁধলেন, ৫ ও সেই মশালে আগুন ধরিয়ে ফিলিস্তীনিদের
শস্যখেতে ছেড়ে দিলেন; এভাবে বাঁধা আটি, খাঁড়া শস্য, আঙুরখেত ও জলপাইবাগান সবই
পুড়িয়ে দিলেন। ৬ ফিলিস্তীনিরা জিজ্ঞাসা করল, 'একাজ কে করেছে?' লোকে উত্তরে বলল,
'তিম্নায়ীয়ের জামাই সেই সাম্‌সোন করেছে; কারণ তার শ্বশুর তার স্ত্রীকে নিয়ে তার সাথীকে
দিয়েছে।' তাই ফিলিস্তীনিরা গিয়ে সেই স্ত্রীলোককে ও তার পিতাকে আগুনে পুড়িয়ে মারল। ৭
সাম্‌সোন তাদের বললেন, 'তোমরা যখন এভাবে ব্যবহার কর, তখন আমি তোমাদের উপর
প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না।' ৮ তিনি মায়া না করেই তাদের আঘাত করে বিরাট
হত্যাকাণ্ড ঘটালেন। পরে নেমে গিয়ে এটাম-শৈলের গুহায় বাস করলেন।

সাম্‌সোন ও সেই গাধার হনু

৯ ফিলিস্তীনিরা উঠে গিয়ে যুদা এলাকায় শিবির বসিয়ে লেহি পর্যন্ত লুট করে বেড়াল। ১০ যুদার
লোকেরা তাদের বলল, 'তোমরা কেন আমাদের আক্রমণ করছ?' তারা উত্তরে বলল,
'সাম্‌সোনকে বাঁধতে এসেছি। সে আমাদের প্রতি যেমন করেছে, আমরাও তার প্রতি তেমনি
করছি।' ১১ তখন যুদার তিন হাজার লোক এটাম-শৈলের গুহায় নেমে গিয়ে সাম্‌সোনকে বলল,
'ফিলিস্তীনিরা যে আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করছে, তুমি কি তা জান না? তবে আমাদের প্রতি তুমি
এ কী করলে?' তিনি বললেন, 'তারা আমার প্রতি যেমন করেছে, আমিও তাদের প্রতি তেমনি
করেছি।' ১২ তারা তাঁকে বলল, 'আমরা ফিলিস্তীনিদের হাতে তুলে দেবার জন্য তোমাকে বাঁধতে
এসেছি।' সাম্‌সোন বললেন, 'তোমরা নিজেরাই আমাকে মেরে ফেলবে না, আমার কাছে এই
শপথ কর।' ১৩ উত্তরে তারা বলল, 'আমরা শুধু তোমাকে বেঁধে তাদের হাতে তুলে দিতে চাই;
কিন্তু আমরা যে তোমাকে হত্যা করব, তা নিশ্চয় নয়।' তাই তারা দুই গাছা নতুন দড়ি দিয়ে তাঁকে
বেঁধে সেই শৈল থেকে নিয়ে গেল। ১৪ তিনি লেহিতে এসে পৌঁছচ্ছেন আর ফিলিস্তীনিরা আনন্দে
চিৎকার করতে করতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে, এমন সময় প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে প্রবলভাবে
নেমে পড়ল; তাঁর দুই বাহুতে যে দু'টো দড়ি ছিল, তা আগুনে আধপোড়া ক্ষোম-সুতোর মত হল
ও তাঁর দু'হাত থেকে বাঁধন খসে পড়ল। ১৫ তিনি তখন এক গাধার কাঁচা হনু দেখতে পেয়ে হাত
বাড়িয়ে তা তুলে নিলেন ও তা দিয়ে এক হাজার লোককে প্রাণে মারলেন। ১৬ সাম্‌সোন বললেন,

> 'গাধার হনু দিয়ে ওদের আমি রাশি রাশি করলাম,
> গাধার হনু দিয়ে সহস্রজনকে হানলাম।'

১৭ একথা বলা শেষ করে তিনি হনুটা ফেলে দিলেন; এজন্য সেই জায়গার নাম রামাৎ-লেহি
রাখা হল। ১৮ পরে তাঁর খুবই পিপাসা লাগল বিধায় তিনি প্রভুকে ডেকে বললেন, 'তোমার দাসের
হাত দিয়ে তুমি নিজেই এই মহাবিজয় মঞ্জুর করেছ; এখন পিপাসার জন্য আমাকে কি মরতে হবে
ও সেই অপরিচ্ছেদিতদের হাতে পড়তে হবে?' ১৯ তখন, লেহিতে শূন্যগর্ভ যে শৈল, পরমেশ্বর তা
ছিন্ন করলেন, আর তা থেকে জল নির্গত হল। সাম্‌সোন জল খেলে তাঁর প্রাণ ফিরে এল আর
তিনি সঞ্জীবিত হলেন; এজন্য সেই জলের উৎসের নাম এন-হাক্কোরে রাখা হল; তা আজ পর্যন্ত
লেহিতে আছে। ২০ ফিলিস্তীনিদের সময়ে তিনি কুড়ি বছর ইস্রায়েলের বিচারক হলেন।

সাম্‌সোনের আর এক কর্মকীর্তি

১৬সাম্‌সোন গাজায় গেলেন; সেখানে একটি বেশ্যাকে দেখে তার কাছে গেলেন। ২ ‘সাম্‌সোন
এসেছে!’ একথা শুনে গাজার লোকেরা তাঁকে ঘিরে সারারাত ধরে নগরদ্বারে তাঁর জন্য ওত পেতে
থাকল; তারা সারারাত চুপ করে রইল; বলছিল: ‘এসো, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করি; তখন তাকে
বধ করব।’ ৩ সাম্‌সোন মাঝরাত পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন; মাঝরাতে উঠে তিনি নগরদ্বারের অর্গল
সমেত দুই কবাট ও দুই বাজু ধরে উপড়িয়ে দিলেন ও কাঁধে করে হেব্রোনের সামনে যে পর্বত,
সেই পর্বত-চূড়ায় নিয়ে গেলেন।

সাম্‌সোন ও দালিলা

৪ পরে তিনি সোরেক উপত্যকার দালিলা নামে একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়লেন। ৫
ফিলিস্তীনিদের নেতারা সেই স্ত্রীলোককে এসে বললেন, ‘তাকে ফুসলিয়ে একটু দেখ, তার এমন
মহাবল কোথা থেকে আসে, ও কেমন করে আমরা তার উপর জয়ী হতে পারি, যেন তাকে বেঁধে
দমন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকে তোমাকে এগারশ’ রুপোর শেকেল দেব।’ ৬ দালিলা
সাম্‌সোনকে বলল, ‘আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও, তোমার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, ও
তোমাকে দমন করার জন্য বাঁধবার উপায় কি।’ ৭ সাম্‌সোন তাকে বললেন, ‘শুষ্ক হয়নি এমন সাত
গাছা কাঁচা তাঁত দিয়ে যদি আমাকে বাঁধা হয়, তবে আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত
হব।’ ৮ ফিলিস্তীনিদের নেতারা শুষ্ক নয় এমন সাত গাছা কাঁচা তাঁত এনে সেই স্ত্রীলোককে দিলেন,
আর সে তা দিয়ে তাঁকে বাঁধল। ৯ লোকেরা বাড়ির মধ্যে একটা কক্ষেই ওত পেতে ছিল।
স্ত্রীলোকটি তাঁর দিকে চিৎকার করে বলল, ‘সাম্‌সোন, ফিলিস্তীনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!’
তখন আগুনের গন্ধে শণসুতো যেমন ছিন্ন হয়, সেইমত তিনি ওই তাঁতগুলো ছিঁড়ে ফেললেন, ফলে
তাঁর বলের রহস্য জানা গেল না।

১০ পরে দালিলা সাম্‌সোনকে বলল, ‘তুমি আমাকে নিয়ে তামাশাই করলে, আমাকে মিথ্যা কথা
বললে; এখন আমাকে বল, তোমাকে বাঁধবার জন্য কি দরকার।’ ১১ তিনি তাকে বললেন,
‘কখনও ব্যবহার করা হয়নি এমন কয়েকটা গাছা নতুন দড়ি দিয়ে যদি আমাকে বাঁধা হয়, তবে
আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত হব।’ ১২ তাই দালিলা নতুন দড়ি নিয়ে তা দিয়ে তাঁকে
বাঁধল, পরে তাঁর দিকে চিৎকার করে বলল, ‘সাম্‌সোন, ফিলিস্তীনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!’
লোকেরা বাড়ির মধ্যে একটা কক্ষেই ওত পেতে ছিল; কিন্তু তিনি বাহু থেকে সুতোর মতই ওই
সকল দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন।

১৩ পরে দালিলা সাম্‌সোনকে বলল, ‘তুমি আবার আমাকে নিয়ে তামাশাই করলে, আবার
আমাকে মিথ্যা কথা বললে; আমাকে বল, তোমাকে বাঁধবার জন্য কি দরকার।’ তিনি বললেন,
‘তুমি যদি আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল তাঁতের তানায় বুনে গোঁজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধ, তবে
হতে পারে।’ ১৪ তাই সে তাঁকে ঘুম পাড়াল, এবং তাঁর মাথার সাত গুচ্ছ চুল তাঁতের তানায় বুনে
গোঁজের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তাঁর দিকে চিৎকার করে বলল, ‘সাম্‌সোন, ফিলিস্তীনিরা তোমাকে
ধরে ফেলেছে!’ কিন্তু তিনি ঘুম থেকে জেগে তানা সমেত তাঁতের গোঁজ উপড়িয়ে ফেললেন।

১৫ পরে দালিলা তাঁকে বলল, ‘কেমন করে বলতে পার যে তুমি আমাকে ভালবাস যখন তোমার
হৃদয় আমার সঙ্গে নয়? এই তিন তিন বার তুমি আমাকে নিয়ে তামাশাই করলে; তোমার এমন
মহাবল কোথা থেকে আসে, তা আমাকে বললে না।’ ১৬ এইভাবে সে দিনের পর দিন সেই কথা

বলে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে এমন নির্যাতন করল যে, শেষে প্রাণপণেই তাঁর বিরক্তি লাগল। ১৭ তাই
তিনি মনের সমস্ত কথা খুলে বললেন; তাকে বললেন, 'আমার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়েনি,
কেননা মায়ের গর্ভ থেকেই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয়। খেউরি হলে আমার বল
আমাকে ছেড়ে যাবে, এবং আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত হব।' ১৮ তখন দালিলা
বুঝল, এবার তিনি তাকে তাঁর মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছেন, তাই লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তীনিদের
নেতাদের কাছে ডেকে বলল, 'শুধু আর একবার আসুন, কেননা সে আমাকে তার মনের সমস্ত
কথা খুলে বলেছে।' ফিলিস্তীনিদের নেতারা এলেন; তাঁদের হাতে টাকা ছিল। ১৯ পরে সে নিজের
হাঁটুর উপরে তাঁকে ঘুম পাড়াল, এবং উপযুক্ত একটি লোককে ডেকে তাঁর মাথার সাত গুচ্ছ চুল
খেউরি করাল; এইভাবে তিনি দুর্বল হতে লাগলেন, আর তাঁর বল তাঁকে ছেড়ে গেল। ২০ তখন সে
চিৎকার করে বলল, 'সাম্‌সোন, ফিলিস্তীনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!' তিনি ঘুম থেকে জেগে
উঠে ভাবলেন, 'অন্যান্য সময়ের মত আমি মুক্ত হয়ে বের হব, গা ঝাড়া দেব।' কিন্তু প্রভু যে তাঁকে
ত্যাগ করেছেন, তা তিনি জানতেন না। ২১ তখন ফিলিস্তীনিরা তাঁকে ধরে তাঁর দু'চোখ উপড়ে
ফেলল; এবং তাঁকে গাজায় এনে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে দিল, আর তাঁকে কারাগারে জাঁতা ঘোরাতে
হল। ২২ কিন্তু খেউরি হবার পর তাঁর মাথার চুল আবার বাড়তে লাগল।

সাম্‌সোনের শেষ প্রতিশোধ ও তাঁর মৃত্যু

২৩ ফিলিস্তীনিদের নেতারা তাঁদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ উৎসর্গ করতে সমবেত
হলেন; আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে ভাবছিলেন, 'আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু সেই সাম্‌সোনকে
আমাদের হাতে দিয়েছেন!' ২৪ তাঁকে দেখে লোকেরা তাদের দেবতার প্রশংসা করতে লাগল,
বলল: 'এই যে লোকটা আমাদের শত্রু ও আমাদের দেশের বিনাশী, যে আমাদের অনেক লোক
বধ করেছে, একে আমাদের দেবতা আমাদের হাতে দিয়েছেন।' ২৫ তাদের অন্তরের সেই মহা
আনন্দে তারা চিৎকার করে বলল, 'আমাদের ফুর্তি দিতে সাম্‌সোনকে ডেকে আন!' তাই
কারাবাস থেকে সাম্‌সোনকে ডেকে আনা হল, আর তিনি তাদের সামনে নানা খেলা দেখাতে
লাগলেন। পরে তাঁকে স্তম্ভগুলোর মধ্যে দাঁড় করানো হল। ২৬ যে ছেলে হাত দিয়ে সাম্‌সোনকে
চালনা করত, তিনি তাকে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও, যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর করে
আছে, তা আমাকে স্পর্শ করতে দাও, আমি এতে হেলান দিয়ে দাঁড়াব।' ২৭ গৃহটা পুরুষ ও
স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ ছিল; ফিলিস্তীনিদের সকল নেতা সেখানে ছিলেন, এবং ছাদের উপরে স্ত্রী-পুরুষ
প্রায় তিন হাজার লোক সাম্‌সোনের সেই খেলা দেখছিল। ২৮ তখন সাম্‌সোন প্রভুকে ডাকলেন,
বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, আমাকে স্মরণ কর; হে পরমেশ্বর, দোহাই তোমার,
কেবল এই একবার আমাকে বল দাও, আর আমি আমার দুই চোখের জন্য এক আঘাতেই
ফিলিস্তীনিদের উপর প্রতিশোধ নেব!' ২৯ আর সাম্‌সোন, মধ্যকার যে দু'টো স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর
করে ছিল, তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, তার একটার উপরে ডান বাহু দিয়ে, অন্যটার উপরে বাঁ
বাহু দিয়ে ভর করলেন, ৩০ এবং 'ফিলিস্তীনিদের সঙ্গে আমার প্রাণ যাক!' একথা বলে সাম্‌সোন
তাঁর সমস্ত বলে নিচু হয়ে পড়লেন, আর সেই গৃহ নেতাদের উপরে ও যত লোক ভিতরে ছিল,
তাদের সকলের উপরে ভেঙে পড়ল; এইভাবে তিনি জীবনকালে যত লোক বধ করেছিলেন,
মৃত্যুকালে তার চেয়ে বেশি লোককে বধ করলেন। ৩১ পরে তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল
এসে তাঁকে নিয়ে জরা ও এষ্টায়োলের মধ্যস্থানে তাঁর পিতা মানোয়ার সমাধিমন্দিরে সমাধি দিল।

তিনি কুড়ি বছর ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

মিখার দৈবস্তম্ভ

১৭এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে মিখা নামে একজন লোক ছিল। ২ সে মাকে বলল, 'যে এগারশ'
রুপোর শেকেল তোমার কাছ থেকে চুরি হয়েছিল, যে বিষয়ে তুমি অভিশাপ দিয়েছিলে, এমনকি
আমার সামনেই তা উচ্চারণ করেছিলে, দেখ, সেই টাকা আমার কাছে আছে; আমিই তা
নিয়েছিলাম।' তার মা বলল, 'আমার ছেলে প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোক!' ৩ সে ওই এগারশ'
রুপোর শেকেল মাকে ফিরিয়ে দিলে তার মা বলল, 'আমি এই টাকা নিজেরই হাতে আমার ছেলের
মঙ্গলার্থে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করছি, যেন তা দিয়ে খোদাই করা একটা দেবমূর্তি ও ছাঁচে
ঢালাই করা একটা প্রতিমা তৈরি করা হয়।' ৪ সে মাকে ওই টাকা ফিরিয়ে দিলে তার মা দু'শো
রুপোর শেকেল নিয়ে স্বর্ণকারকে দিল, আর সে খোদাই করা একটা দেবমূর্তি ও ছাঁচে ঢালাই করা
একটা প্রতিমা তৈরি করলে তা মিখার ঘরে রাখা হল। ৫ ওই মিখার একটা দৈবস্তম্ভ ছিল, আর সে
একটা এফোদ ও কয়েকটা তেরাফিম তৈরি করল, এবং তার নিজের ছেলেদের একজনকে নিযুক্ত
করলে সে তার যাজক হল। ৬ সেসময় ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না; যে যার খুশিমত ব্যবহার
করত।

৭ যুদা-গোষ্ঠীর বেথলেহেম-যুদার একজন লোক ছিল, সে লেবীয়, ও অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে
সেখানে বাস করছিল। ৮ যেখানেই হোক না কেন এমন স্থানেরই সন্ধানে লোকটি বেথলেহেম-যুদা
থেকে রওনা হয়েছিল, যেখানে বসতি করতে পারে। পথে যেতে যেতে সে এফ্রাইমের পার্বত্য
অঞ্চলে ওই মিখার বাড়িতে এসে পৌঁছল। ৯ মিখা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথা থেকে
আসছ?' উত্তরে সে তাকে বলল, 'আমি বেথলেহেম-যুদার একজন লেবীয়, আর যেইখানে হোক
না কেন এমন স্থানেরই সন্ধানে যাচ্ছি যেখানে বসতি করতে পারি।' ১০ মিখা তাকে বলল, 'আমার
এইখানে থাক, আমার পিতা ও যাজক হও, আর আমি বছরে তোমাকে দশটা রুপোর শেকেল,
এক জোড়া পোশাক ও খাবার দেব।' সেই লেবীয় ভিতরে গেল। ১১ তাই সেই লেবীয় তার সেখানে
থাকতে রাজি হল, আর সেই যুবক তার এক সন্তানেরই মত হল। ১২ মিখা সেই লেবীয়কে নিযুক্ত
করল, আর সেই যুবক মিখার যাজক হয়ে তার বাড়িতে থাকল। ১৩ মিখা বলল, 'এখন আমি
জানলাম যে, প্রভু আমার মঙ্গল করবেন, যেহেতু একজন লেবীয়কে নিজের যাজক বলে পেয়েছি।'

এলাকার অনুসন্ধানে দান গোষ্ঠীর লোকেরা

১৮সেসময় ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না। আর সেসময় দানের গোষ্ঠী বাসস্থান হিসাবে একটা
এলাকার সন্ধান করছিল, কেননা সেই দিনগুলো পর্যন্ত ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তারা কোন
এলাকা পায়নি। ২ তাই দান-সন্তানেরা তাদের গোত্রের পাঁচজন বীরপুরুষকে দেশের খোঁজ-খবর
নিতে ও পরিদর্শন করতে জরা ও এষ্টায়োল থেকে পাঠিয়ে দিল; তাদের বলল, 'যাও, দেশ
পরিদর্শন কর।' তারা এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে মিখার বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে সেখানে রাত কাটাল। ৩
মিখার বাড়ির কাছাকাছি থাকতে থাকতে তারা সেই লেবীয় যুবকের সুর চিনে কাছে এগিয়ে গিয়ে
তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কে তোমাকে এনেছে? এখানে তুমি কি করছ? তোমার এখানে কী
আছে?' ৪ উত্তরে সে তাদের বলল, 'মিখা আমার জন্য এক প্রকার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি আমাকে
মজুরি দিচ্ছেন, আর আমি তাঁর যাজক হিসাবে কাজ করছি।' ৫ তারা তাকে বলল, 'পরমেশ্বরের

অভিমত যাচ্না কর, যেন আমরা জানতে পারি, এই যে যাত্রায় পা বাড়িয়েছি, তা সফল হবে
কিনা।' ৬ যাজক তাদের বলল, 'শান্তিতে যাও, প্রভু তোমাদের যাত্রার উপর দৃষ্টি রাখছেন।'
৭ সেই পাঁচজন যাত্রায় এগিয়ে গিয়ে লাইশে এসে পৌঁছল। তারা দেখল, সেখানকার লোকেরা
সিদোনীয়দের চলাফেরা অনুসারে শান্তশিষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে নিরাপদে বাস করছে; সেই এলাকায়
এমন কেউই নেই যে কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে কোন ব্যাপারে অপ্রতিভ কিছু করতে পারে। তাছাড়া
সিদোনীয়দের থেকে তারা বেশ দূরেই ছিল, এবং অন্য কারও সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল না। ৮
পরে ওরা জরা ও এষ্টায়োলে নিজেদের ভাইদের কাছে ফিরে গেল; তাদের ভাইয়েরা জিজ্ঞাসা
করল, 'খবর কী?' ৯ তারা বলল, 'এসো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাই, কেননা
আমরা সেই দেশ দেখেছি, হ্যাঁ, তা অধিক উত্তম দেশ। আর তোমরা কি নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে?
সেই দেশ অধিকার করে নেবার জন্য সেখানে যেতে ইতস্তত করো না! ১০ একবার সেখানে গিয়ে
তোমরা এমন লোকদের পাবে, যারা কিছুই সন্দেহ করে না। দেশটি প্রশস্ত; পরমেশ্বর তোমাদের
হাতে তা তুলে দিয়েছেন; তা এমন জায়গা, যেখানে পৃথিবীর কোন বস্তুর অভাব নেই।'
১১ তখন দানীয় গোষ্ঠীর ছ'শো লোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সেখান থেকে, জরা ও এষ্টায়োল থেকেই
রওনা হল। ১২ তারা যুদার কিরিয়াৎ-যেয়ারিমে উঠে গিয়ে সেখানে শিবির বসাল। এইজন্যই সেই
জায়গা—যা কিরিয়াৎ-যেয়ারিমের পশ্চিমে অবস্থিত—দানের শিবির বলে অভিহিত হয়েছে আর
এখনও, আজ পর্যন্তও, তাই বলে অভিহিত। ১৩ সেখান থেকে তারা এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে
প্রবেশ করে মিখার বাড়িতে এসে পৌঁছল। ১৪ যে পাঁচজন লাইশ প্রদেশ পরিদর্শন করতে এসেছিল,
তারা তাদের ভাইদের বলল, 'তোমরা কি একথা জান যে, এই বাড়িতে একটা এফোদ, কয়েকটা
তেরাফিম, খোদাই করা একটা দেবমূর্তি ও ছাঁচে ঢালাই করা একটা প্রতিমা আছে? সুতরাং, এখন
তোমাদের যা করা দরকার, তা বিবেচনা করে দেখ!' ১৫ তারা সেই দিকে ফিরে মিখার বাড়িতে
ওই লেবীয় যুবকের ঘরে এসে তাকে মঙ্গলবাদ জানাল। ১৬ দান-সন্তানদের মধ্যে অস্ত্রসজ্জিত সেই
ছ'শো লোক প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ১৭ দেশ পরিদর্শন করতে যারা গিয়েছিল, সেই
পাঁচজন উঠে গেল, এবং বাড়িতে ঢুকে খোদাই করা ওই দেবমূর্তি, এফোদ, তেরাফিম ও ছাঁচে
ঢালাই করা প্রতিমা তুলে নিল; ওই যাজক ততক্ষণ অস্ত্রসজ্জিত ওই ছ'শো লোকদের সঙ্গে
প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ১৮ ওরা মিখার বাড়িতে ঢুকে খোদাই করা সেই দেবমূর্তি,
এফোদ, তেরাফিম ও ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমা তুলে নিলে যাজক তাদের বলল, 'তোমরা কি
করছ?' ১৯ উত্তরে তারা বলল, 'চুপ কর, মুখে হাত দাও! এবার এসো, আমাদেরই পিতা ও যাজক
হও। তোমার পক্ষে কোনটা ভাল, একজনের কুলের যাজক হওয়া, না ইস্রায়েলের এক গোষ্ঠী ও
গোত্রের যাজক হওয়া?' ২০ যাজক মনে মনে উৎফুল্ল হল: সে সেই এফোদ, তেরাফিম ও খোদাই
করা দেবমূর্তি নিয়ে সেই লোকদের সঙ্গে যোগ দিল।
২১ তখন ছেলেমেয়ে, পশু ও দ্রব্য সামগ্রী সামনে রেখে তারা আবার রওনা হল। ২২ তারা মিখার
বাড়ি থেকে কিছু দূরে গিয়েছিল, এমন সময় মিখার বাড়ির নিকটবর্তী যত বাড়ির লোকেরা অস্ত্র
ধারণ করে দান-সন্তানদের নাগাল পেল; ২৩ তারা দান-সন্তানদের ডাকতে লাগল, আর এরা মুখ
ফিরিয়ে মিখাকে বলল, 'ব্যাপারটা কি যে তুমি এত লোককে লড়াই করতে নিয়ে আসছ?' ২৪ সে
বলল, 'তোমরা আমার তৈরী দেবতাদের ও আমার যাজককেও চুরি করেছ! এখন তোমরা চলে
যাচ্ছ, আর আমার কী থেকে যাচ্ছে? সুতরাং কেমন করে আমাকে বলতে পার "তোমার ব্যাপারটা

কী”?’ ২৫ দান-সন্তানেরা তাকে বলল, ‘আমাদের পিছনে তোমার গলা যেন আর শোনা না যায়,
পাছে উত্তেজিত লোকেরা তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে; তখন তুমি ও তোমার
পরিবার-পরিজনেরা প্রাণ হারাবে!’ ২৬ দান-সন্তানেরা তাদের যাত্রায় এগিয়ে চলল, আর মিখা
তাদের নিজের চেয়ে বেশি শক্তিশালী দেখে পিছন ফিরে নিজের বাড়িতে ফিরে এল।

লাইশ হস্তগত—দান শহর ও দৈবস্তম্ভ স্থাপন

২৭ তাই তারা মিখার তৈরী সমস্ত জিনিস ও তার যাজক সঙ্গে নিয়ে লাইশে সেই শান্তশিষ্ট ও
নিরুদ্বিগ্ন জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছে খড়্গের আঘাতে তাদের মারল ও শহর আগুনে পুড়িয়ে
দিল। ২৮ উদ্ধার করার মত কেউ ছিল না, কেননা শহরটা সিদোন থেকে দূরে ছিল ও অন্য কারও
সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। শহরটা বেথ্-রেহোবের নিকটবর্তী উপত্যকায় ছিল। ২৯
পরে দান-সন্তানেরা ওই শহর পুনর্নির্মাণ করে সেখানে বসতি করল। তাদের পিতৃপুরুষ যে দান
ইস্রায়েলের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর নাম অনুসারে সেই শহরের নাম দান রাখল; কিন্তু আগে
শহরটার নাম লাইশ ছিল। ৩০ দান-সন্তানেরা খোদাই করা সেই দেবমূর্তি নিজেদের জন্য বসাল,
এবং সেদেশের লোকদের বন্দিত্ব-কাল পর্যন্ত মোশীর পৌত্র গের্শোনের সন্তান যোনাথান ও তার
ছেলেরা দানীয় গোষ্ঠীর যাজক হল। ৩১ যতদিন পরমেশ্বরের গৃহ শীলোতে থাকল, তারা ততদিন
মিখার তৈরী ওই খোদাই করা দেবমূর্তি নিজেদের জন্য বসিয়ে রাখল।

গিবেয়ায় সাধিত জঘন্য অপরাধ

১৯সেসময়, যখন ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না, তখন এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের প্রান্তভাগে
একজন লেবীয় বাস করত; সে বেথলেহেম-যুদা থেকে এক উপপত্নী ঘরে নিয়েছিল। ২ কিন্তু সেই
উপপত্নী তার প্রতি অবিশ্বস্ত হল, এবং তাকে ত্যাগ করে বেথলেহেম-যুদায় তার পিতার বাড়িতে
গিয়ে চার মাস সেখানে থাকল। ৩ তার স্বামী উঠে তার হৃদয়ের কাছে কথা বলার জন্য ও তাকে
ফিরিয়ে আনবার জন্য তার কাছে গেল; তার সঙ্গে ছিল তার চাকর ও দু’টো গাধা। তার উপপত্নী
তাকে পিতার বাড়িতে নিয়ে গেলে সেই যুবতীর পিতা তাকে দেখে সানন্দেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে রওনা হল। ৪ তার শ্বশুর—ওই যুবতীর পিতা—আগ্রহ দেখিয়ে তাকে সেখানে রাখল, তাই
সে তার সঙ্গে তিন দিন থাকল; তারা সেখানে খাওয়া-দাওয়া করল ও রাত কাটাল। ৫ চতুর্থ দিনে
তারা ভোরে উঠল; লেবীয় লোকটি যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় যুবতীর পিতা
জামাইকে বলল, ‘খানিকটা খেয়ে প্রাণ জুড়াও, একটু পরেও রওনা দিতে পার।’ ৬ তাই তারা
দু’জনে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করল, পরে যুবতীর পিতা লোকটিকে বলল, ‘আমার
অনুরোধ: রাজি হও, এই রাত্রিটুকু দেরি কর, তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক!’ ৭ লোকটি যাবার জন্য
উঠল, কিন্তু তার শ্বশুর এমন সাধাসাধি করল যে, সে সেই রাতও সেখানে কাটাল। ৮ পঞ্চম দিনে
সে যাবার জন্য ভোরে উঠল, আর যুবতীর পিতা তাকে বলল, ‘আমার অনুরোধ: প্রাণ জুড়াও,
তোমরা বিকাল পর্যন্ত দেরি কর।’ তাই তারা দু’জনে খাওয়া-দাওয়া করল। ৯ লোকটি তার
উপপত্নী ও চাকরকে সঙ্গে করে যাবার জন্য উঠলে তার শ্বশুর—ওই যুবতীর পিতা—তাকে
বলল, ‘দেখ, দিন প্রায় শেষ হয়েছে; আমার অনুরোধ: তোমরা এই রাত্রিটুকু দেরি কর; দেখ,
বেলা শেষ হয়েছে; তুমি এইখানে রাত কাটাও, তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক; কাল তোমরা ভোরে

রওনা হবে আর তুমি তোমার তাঁবুতে ফিরে যেতে পারবে।' ১০ কিন্তু লোকটি সেই রাত সেইখানে
দেরি করতে রাজি হল না, সে বরং উঠে রওনা হয়ে যেবুসের অর্থাৎ যেরুসালেমের সামনে এসে
পৌঁছল; তার সঙ্গে গদি-সজ্জিত তার সেই দু'টো গাধা ছিল, তার উপপত্নী ও দাসও সঙ্গে ছিল।
১১ তারা যেবুসের কাছে এসে পৌঁছলে দিনের আলো দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছিল; চাকরটি মনিবকে
বলল, 'আসুন, আমরা যেবুসীয়দের এই শহরে থেমে এইখানে রাত কাটাই।' ১২ কিন্তু তার মনিব
তাকে বলল, 'ইস্রায়েল সন্তান নয় এমন বিজাতীয়দের শহরে আমরা ঢুকব না; আমরা এগিয়ে
গিবেয়াতে যাব।' ১৩ চাকরটিকে সে আরও বলল, 'এসো, আমরা এই অঞ্চলের কোন একটা
জায়গায় যাই; গিবেয়াতে বা রামায় গিয়ে রাত কাটাই।' ১৪ তাই তারা জায়গাটা রেখে এগিয়ে
চলল; তারা বেঞ্জামিনের এলাকায় অবস্থিত গিবেয়ার কাছে এসে পোঁছলে সূর্যাস্ত হচ্ছিল। তাই
গিবেয়াতে রাত কাটাবার জন্য তারা সেদিকে ফিরল। ১৫ একবার প্রবেশ করে তারা নগর-চত্বরে
বসে রইল, কিন্তু রাত কাটানোর জন্য নিজের ঘরে তাদের আশ্রয় দেবে এমন কেউ ছিল না।
১৬ তখন এমনটি ঘটল যে হঠাৎ একজন বৃদ্ধ সন্ধ্যাকালে মাঠ থেকে কাজ করে আসছিলেন;
লোকটিও এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যদিও অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিবেয়াতে বাস
করছিলেন; কিন্তু শহরের লোকেরা বেঞ্জামিনীয় ছিল। ১৭ চোখ তুলে তিনি নগর-চত্বরে ওই
পথিককে দেখলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ? কোথা থেকে আসছ?' ১৮ উত্তরে সে
বলল, 'আমরা বেথলেহেম-যুদা থেকে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের শেষ প্রান্তে যাচ্ছি; আমি
সেখানকার মানুষ; বেথলেহেম-যুদায় গিয়েছিলাম; এখন বাড়ি যাচ্ছি, কিন্তু নিজের ঘরে আমাকে
আশ্রয় দেবে এমন কেউ নেই। ১৯ অথচ আমাদের সঙ্গে গাধাগুলোর জন্য পোয়াল ও কলাই, এবং
আমার জন্য, আপনার ওই দাসীর জন্য ও আপনার দাস-দাসীর সঙ্গী এই যুবকের জন্য রুটি ও
আঙুররস আছে; আমাদের কোনও কিছুর অভাব নেই।' ২০ বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার শান্তি হোক,
তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তার ভার আমার উপরেই থাকুক; তোমাকে এই চত্বরে রাত কাটাতে
হবেই না।' ২১ তাই বৃদ্ধ তাকে তার নিজের বাড়িতে এনে গাধাগুলোকে ঘাস দিলেন, আর তারা পা
ধুয়ে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল।
২২ তারা প্রাণ জুড়াচ্ছে, এমন সময়, দেখ, শহরের লোকেরা—পাষণ্ডই কয়েকজন—সেই বাড়ির
চারপাশ ঘিরে কবাটে আঘাত করতে লাগল, এবং বাড়ির কর্তাকে—ওই বৃদ্ধকে—বলল,
'তোমার বাড়িতে যে পুরুষলোক আসছে, তাকে বের করে আন; আমরা তার সঙ্গে মিলন করতে
চাই।' ২৩ বাড়ির কর্তা বের হয়ে তাদের গিয়ে বললেন, 'ভাই আমার, না, না; তোমাদের দোহাই,
এমন কুকাজ করো না; লোকটি আমার বাড়িতে এসেছে, তাই এমন দুষ্কর্ম করো না। ২৪ এই যে
আমার মেয়ে, সে কুমারী: তাকেই আমি বের করে আনি; তারই প্রতি তোমরা দুর্ব্যবহার কর ও
তাকে নিয়ে যাই খুশি কর; কিন্তু সেই লোকের প্রতি এমন দুষ্কর্ম করো না।' ২৫ কিন্তু তারা তাঁর
কথা শুনতে চাইল না। তাই লোকটি তার উপপত্নীকে ধরে তাদের কাছে বের করে আনল। তারা
তার সঙ্গে মিলন করল ও সারারাত ধরে সকাল পর্যন্ত তার প্রতি দুর্ব্যবহার করল; কেবল আলো
হয়ে এলেই তাকে ছেড়ে দিল। ২৬ তখন রাত পোহালে স্ত্রীলোকটি, তার পতি যার অতিথি ছিল,
সেই বৃদ্ধের বাড়ির প্রবেশদ্বারে এসে সূর্যোদয় পর্যন্ত পড়ে রইল। ২৭ একবার সকাল হলে তার পতি
উঠে রওনা হবার জন্য ঘরের কবাট খুলে বের হল, আর দেখ, সেই স্ত্রীলোক—তার উপপত্নী—
ঘরের প্রবেশদ্বারের সামনে চৌকাটের নিম্ন অংশের উপরে হাত রেখে পড়ে রয়েছে। ২৮ সে তাকে

বলল, 'ওঠ, আমাদের যেতে হচ্ছে,' কিন্তু কোন সাড়া পেল না। তখন সে তাকে গাধার পিঠে তুলে
নিল ও বাড়ির দিকে রওনা হল। ২৯ বাড়িতে এসে সে একটা ছুরি নিয়ে তার উপপত্নীকে ধরে অঙ্গ
অনুসারে বারোটা টুকরো করে ইস্রায়েলের সারা অঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। ৩০ যাদের সে পাঠাল,
তাদের এই নির্দেশবাণী দিল: 'ইস্রায়েলের প্রতিটি মানুষকে তোমরা একথা বলবে: মিশর থেকে
ইস্রায়েল সন্তানদের বের হয়ে আসবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এমন কাজ কি কখনও হয়েছে?
ব্যাপারটা বিবেচনা কর! নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা কর! তোমাদের রায় ব্যক্ত কর!'
যারা তা দেখল, তারা সকলেই বলল, 'মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের হয়ে আসবার দিন
থেকে আজ পর্যন্ত এমন কাজ কখনও হয়নি, দেখাও যায়নি।'

বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

২০তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলেই দান থেকে বের্‌শেবা পর্যন্ত ও গিলেয়াদ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে
পড়ল, ও গোটা জনমণ্ডলী এক মানুষের মতই মিস্পাতে প্রভুর কাছে একত্রে সমবেত হল। ২
পরমেশ্বরের জনগণের সেই জনসমাবেশে ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী ও গোটা জনগণের নেতারা
এসে উপস্থিত ছিল—খড়্গধারী পদাতিকদের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। ৩ আর বেঞ্জামিন-সন্তানেরা
জানতে পারল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মিস্পাতে উঠে গেছে।

ইস্রায়েল সন্তানেরা বলল, 'বল, তেমন দুষ্কর্ম কেমন ভাবে ঘটেছে? ৪ নিহতা স্ত্রীলোকের স্বামী
সেই লেবীয় উত্তর দিয়ে বলল, 'আমি ও আমার উপপত্নী রাত কাটাবার জন্য বেঞ্জামিনের
স্বত্বাধিকারে অবস্থিত গিবেয়াতে ঢুকেছিলাম। ৫ আর গিবেয়ার অধিবাসীরা আমার বিরুদ্ধে উঠে
রাতের বেলায় আমার জন্য ঘরের চারপাশ ঘিরল; তারা আমাকে বধ করার জন্য মতলব
করছিল, আর আমার উপপত্নীর প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করল যে, সে মারা গেল। ৬ পরে আমি
আমার উপপত্নীকে তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ইস্রায়েলের উত্তরাধিকারের গোটা এলাকায়,
সব জায়গায়ই, পাঠালাম, কেননা এরা ইস্রায়েলের মধ্যে কুকর্ম ও জঘন্য কাজ করেছে। ৭ এই যে,
তোমরা সকলেই ইস্রায়েল সন্তান; সুতরাং এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করে এইখানে
তোমাদের রায় ব্যক্ত কর।' ৮ সকল লোক এক মানুষের মত উঠে চিৎকার করে বলল, 'আমরা
কেউই নিজ নিজ তাঁবুতে যাব না, কেউই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাব না। ৯ আর গিবেয়ার প্রতি
আমরা এখন এভাবে ব্যবহার করব: গুলিবাঁট ক্রমে ১০ আমরা ইস্রায়েল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতি
একশ'জনের মধ্য থেকে দশজন, প্রতি এক হাজারের মধ্য থেকে একশ'জন, ও প্রতি দশ
হাজারের মধ্য থেকে এক হাজার লোক জড় করব; তারা খাদ্য-সামগ্রীর সন্ধানে যাবে, যেন
সৈন্যেরা একবার বেঞ্জামিনের গিবেয়াতে গিয়ে পৌঁছে ইস্রায়েলের মধ্যে সাধিত সমস্ত জঘন্য কাজ
অনুসারেই তাদের প্রতিফল দিতে পারে।' ১১ এইভাবে ইস্রায়েলের গোটা জনগণ একজন মানুষ
হয়েই যেন মিলিত হয়ে ওই শহরের বিরুদ্ধে জড় হল।

১২ ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলো বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর সব জায়গায় লোক পাঠিয়ে বলল, 'তোমাদের মধ্যে
এ কেমন দুষ্কর্ম হয়েছে? ১৩ সুতরাং তোমরা এখন ওই লোকদের, গিবেয়ার অধিবাসী ওই পাষণ্ড
লোকদের তুলে দাও, তাদের বধ করে আমরা যেন ইস্রায়েল থেকে দুরাচার মুছে দিই।' কিন্তু
বেঞ্জামিনীয়েরা তাদের ভাইদের অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের কথা শুনতে রাজি হল না।

১৪ বেঞ্জামিন-সন্তানেরা ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের শহর ছেড়ে
গিবেয়াতে গিয়ে জড় হল। ১৫ সেসময় নানা শহর থেকে আসা বেঞ্জামিন-সন্তানদের সংখ্যা গণনা

করা হল: গিবেয়ার অধিবাসীদের সংখ্যা বাদে, খড়্গাধারী যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার।
১৬ আবার এই সকল লোকদের মধ্যে সাতশ'জন সেরা বাঁ-হাতি যোদ্ধা ছিল: এরা প্রত্যেকে
একগাছি চুল লক্ষ্য করে ফিঙের পাথর মারতে পারত, কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। ১৭ বেঞ্জামিন
বাদে ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা গণনা করা হল: লোকদের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ—সকলেই খড়্গাধারী
যোদ্ধা। ১৮ তারা রওনা হয়ে পরমেশ্বরের অভিমত যাচ্না করার জন্য বেথেলে গেল; ইস্রায়েল
সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করল, 'বেঞ্জামিন-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের মধ্যে কে প্রথম
যাবে?' প্রভু বললেন, 'প্রথমে যুদা যাবে।'

১৯ পরদিন সকালে ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে গিবেয়ার সামনে শিবির বসাল। ২০ ইস্রায়েল
সন্তানেরা বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়ে গেল ও গিবেয়ার সামনাসামনি সৈন্যশ্রেণী
বিন্যাস করল। ২১ তখন বেঞ্জামিন-সন্তানেরা গিবেয়া থেকে বের হয়ে সেদিনে ইস্রায়েলের মধ্যে
বাইশ হাজার লোককে সংহার করে একেবারে শেষ করে ফেলল। ২২ কিন্তু ইস্রায়েলীয়েরা নতুন
সাহস যোগাড় করে আবার সেই একই জায়গায় সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করল, যেখানে প্রথম দিনে
বিন্যাস করেছিল। ২৩ ইস্রায়েল সন্তানেরা গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রভুর সামনে কাঁদতে লাগল; পরে এই
বলে প্রভুর অভিমত যাচ্না করল, 'আমার ভাই বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কি আবার যাব?'
প্রভু বললেন, 'তাদের বিরুদ্ধে যাও।' ২৪ ইস্রায়েল সন্তানেরা দ্বিতীয়বারের মত বেঞ্জামিন-সন্তানদের
বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল; ২৫ আর বেঞ্জামিন-সন্তানেরা দ্বিতীয়বারের মত তাদের বিরুদ্ধে গিবেয়া থেকে
বের হয়ে আবার ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আঠার হাজার লোককে সংহার করে একেবারে শেষ
করে ফেলল—এরা সকলে ছিল উত্তম খড়্গাধারী যোদ্ধা। ২৬ সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা ও গোটা
জনগণ বেথেলে গেল; সেখানে কাঁদল, ও প্রভুর সাক্ষাতে, মাটিতে বসে থাকল; সারাদিন সন্ধ্যা
পর্যন্ত উপবাস পালন করে তারা প্রভুর সামনে আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল। ২৭
ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর অভিমত জিজ্ঞাসা করল—সেসময় পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষা সেইখানে
ছিল, ২৮ ও আরোনের পৌত্র এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস তার সামনে উপাসনা চালাতেন।
তারা বলল, 'আমার ভাই বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কি এবারও যাব? না পিছটান দেব?'
প্রভু বললেন, 'যাও, কেননা আগামীকাল তাদের আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব।'

২৯ ইস্রায়েল গিবেয়ার চারদিকে ওত পেতে থাকল; ৩০ তৃতীয় দিনে ইস্রায়েল সন্তানেরা
বেঞ্জামিন-সন্তানদের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যান্য সময়ের মত গিবেয়ার সামনে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস
করল। ৩১ বেঞ্জামিন-সন্তানেরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে বের হল, এবং শহর থেকে দূরে টানা পড়ে
প্রথমবারের মত ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজনকে আঘাত ও বধ করতে লাগল, বিশেষভাবে
বেথেলে যাওয়ার পথে ও খোলা মাঠে গিবেয়াতে যাওয়ার পথে, এই দুই রাস্তায় আনুমানিক
ত্রিশজনকে বধ করল। ৩২ বেঞ্জামিন-সন্তানেরা ভাবল, 'এই যে, আগের মত ওরা আমাদের দ্বারা
পরাস্ত হচ্ছে।' কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা বলল, 'এসো, আমরা পালিয়ে শহর থেকে রাস্তায়ই ওদের
টেনে নিই।' ৩৩ তাই ইস্রায়েলীয়েরা সকলে নিজ নিজ স্থান ছেড়ে বায়াল-তামারে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস
করল, এবং একই সময়ে, যে ইস্রায়েলীয়েরা ওত পেতে ছিল, তারা তাদের স্থান থেকে অর্থাৎ
গিবেয়ার পশ্চিম থেকে বেরিয়ে পড়ল; ৩৪ ইস্রায়েলের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া দশ হাজার সেরা
লোক গিবেয়ার সামনে এসে পৌঁছল। সংগ্রাম এত তীব্র হল যে, ওরা বুঝতে পারল না, এবার
সর্বনাশ তাদের উপরে নেমে পড়ছে। ৩৫ প্রভু ইস্রায়েলের সামনে বেঞ্জামিনকে পরাভূত করলেন,

আর সেদিন ইস্রায়েল সন্তানেরা বেঞ্জামিনের পঁচিশ হাজার একশ’ লোককে সংহার করল—
সকলেই উত্তম খড়্গধারী যোদ্ধা। ৩৬ তখন বেঞ্জামিন-সন্তানেরা দেখল যে, তারা পরাজিত হয়েছে।
ইস্রায়েলীয়েরা বেঞ্জামিনের সামনে থেকে হটে গেছিল, যেহেতু তারা তাদের উপরেই নির্ভর
করছিল, যারা গিবেয়ার কাছে ওত পেতে ছিল। ৩৭ আর আসলে যারা ওত পেতে ছিল, তারা হঠাৎ
গিবেয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ও সোজা হয়ে প্রবেশ করে খড়্গের আঘাতে গোটা নগরকে
আঘাত করল। ৩৮ ইস্রায়েলীয়দের ও ওত পেতে থাকা লোকদের মধ্যে এই সঙ্কেত স্থির করা
হয়েছিল যে, ওত পেতে থাকা লোকেরা শহর থেকে ধূমস্তম্ভ ওঠাবে। ৩৯ তাই ইস্রায়েলীয়েরা সংগ্রাম
করতে করতে পিঠ ফিরিয়েছিল, আর বেঞ্জামিন তাদের আনুমানিক ত্রিশজনকে আঘাত ও বধ
করেছিল, কেননা তারা ভাবছিল, ‘প্রথম যুদ্ধের মত এবারেও ওরা আমাদের দ্বারা পরাস্ত হল।’ ৪০
কিন্তু যখন শহর থেকে সেই সঙ্কেত অর্থাৎ সেই ধূমস্তম্ভ উঠতে লাগল, এবং বেঞ্জামিন পিছন ফিরে
তাকাল, আর দেখল যে, গোটা নগর আগুন হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, ৪১ তখন ইস্রায়েলীয়েরা মুখ
ফেরাল আর বেঞ্জামিনীয়েরা নিজেদের উপরে সর্বনাশ নেমে পড়েছে দেখে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল।
৪২ তারা ইস্রায়েলীয়দের সামনে থেকে পিঠ ফিরিয়ে মরুপ্রান্তরের পথ ধরল, কিন্তু যোদ্ধারা তাদের
তাড়া দিচ্ছিল, আর যারা শহর থেকে আসছিল, তারা তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সংহার
করল। ৪৩ তারা বেঞ্জামিনকে চারপাশে ঘিরে বিরামহীনভাবেই তাদের ধাওয়া করতে লাগল ও
পুবদিকে গিবেয়ার সামনে তাদের নাগাল পেল। ৪৪ বেঞ্জামিনের আঠার হাজার লোক মারা পড়ল
—সকলেই বীরপুরুষ। ৪৫ যারা বেঁচে থাকল, তারা পিঠ ফিরিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে, রিম্মোন
শৈলের দিকে পালাতে লাগল, আর ইস্রায়েলীয়েরা তাদের আরও পাঁচ হাজার লোককে কুড়িয়ে
নিয়ে বধ করল; তারা গিদিয়োন পর্যন্ত বেঞ্জামিনের পিছনে ধাওয়া করতে থাকল ও আরও
দু’হাজার লোককে আঘাত করল।
৪৬ এইভাবে সেদিন বেঞ্জামিনের মধ্যে সবসমেত পঁচিশ হাজার লোক মারা পড়ল—তারা ছিল
খড়্গধারী যোদ্ধা, সকলেই বীরপুরুষ। ৪৭ কিন্তু ছ’শো লোক পিঠ ফিরিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে,
রিম্মোন শৈলের দিকে পালিয়ে গিয়ে সেই রিম্মোন শৈলে চার মাস থাকল। ৪৮ ইতিমধ্যে
ইস্রায়েলীয়েরা বেঞ্জামিন-সন্তানদের বিরুদ্ধে ফিরে গেল, এবং শহরে যত মানুষ ও পশু ইত্যাদি যা
কিছু পাওয়া গেল, সবই খড়্গের আঘাতে মারল; আর জড়িত যত শহর, সেগুলোকেও তারা
আগুনে পুড়িয়ে দিল।

বেঞ্জামিন গোষ্ঠীকে ক্ষমাদান

২১ মিস্পাতে ইস্রায়েলীয়েরা এই বলে শপথ করেছিল: ‘আমরা কেউই বেঞ্জামিনের মধ্যে কারও
সঙ্গে নিজেদের মেয়ে বিবাহ দেব না।’ ২ পরে জনগণ বেথেলে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে
পরমেশ্বরের সামনে বসে জোর গলায় অঝোরে কাঁদতে লাগল। ৩ তারা বলল, ‘হে প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের মধ্যে কেমন করে এমনটি ঘটল যে, আজ ইস্রায়েলের মধ্যে
এক গোষ্ঠী বিলুপ্ত হল?’ ৪ পরদিন লোকেরা ভোরে উঠে সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথল এবং
আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল। ৫ পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা বলল, ‘এই জনসমাবেশে
প্রভুর কাছে আসেনি, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে এমন কে আছে?’ কেননা যে কেউ মিস্পাতে
প্রভুর কাছে আসবে না, তাদের বিষয়ে তারা মহাদিব্যি দিয়ে শপথ করেছিল যে, তার প্রাণদণ্ড
হবেই। ৬ ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের ভাই বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে যা করেছিল, তার জন্য দুঃখই ভোগ

করছিল; তারা বলছিল, ‘আজ ইস্রায়েলের মধ্য থেকে এক গোষ্ঠী উচ্ছিন্ন হল। ৭ যারা বেঁচে
থাকল, তাদের জন্য স্ত্রী ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমরা এখন কী করব? আমরা তো প্রভুর দিব্যি
দিয়ে এই শপথ করেছি যে, আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মেয়ে বিবাহ দেব না।’
৮ তাই তারা বলল, ‘মিস্পাতে প্রভুর কাছে আসেনি, ইস্রায়েলের এমন কোন গোষ্ঠী কি আছে?’
তখন দেখা গেল যে, জনসমাবেশ যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই শিবিরে যাবেশ-গিলেয়াদ থেকে
কেউ আসেনি; ৯ কেননা যখন জনগণকে গণনা করা হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে,
যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীদের একজনও সেখানে নেই। ১০ তাই জনমণ্ডলী বীরপুরুষদের মধ্য
থেকে বারো হাজার লোককে সেখানে পাঠাল; তাদের এই আজ্ঞা দিল: ‘যাও, স্ত্রীলোক ও
ছেলেমেয়ে সমেত যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে মার। ১১ তোমরা
এভাবে ব্যবহার করবে: প্রত্যেক পুরুষকে ও পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে প্রত্যেক স্ত্রীলোককে
শেষ করে ফেলবে; কিন্তু কুমারীদের তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে।’ ১২ তারা যাবেশ-গিলেয়াদের
অধিবাসীদের মধ্যে এমন চারশ’জন কুমারী পেল, কোন পুরুষের সঙ্গে যাদের কখনও মিলন
হয়নি; তারা কানান দেশে অবস্থিত শীলোর শিবিরে তাদের আনল।
১৩ তখন গোটা জনমণ্ডলী লোক পাঠিয়ে রিম্মোন শৈলে থাকা বেঞ্জামিন-সন্তানদের সঙ্গে
কথাবার্তা করল ও তাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব করল। ১৪ তাই বেঞ্জামিনের লোকেরা ফিরে এল,
আর ইস্রায়েলীয়েরা, যাবেশ-গিলেয়াদের মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই
মেয়েদের সঙ্গে তাদের বিবাহ দিল; কিন্তু তবুও সকলের জন্য তারা যথেষ্ট ছিল না।
১৫ ইস্রায়েলীয়েরা বেঞ্জামিনের ব্যাপারে দুঃখ ভোগ করল, কেননা প্রভু ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর
মধ্যে ফাটল ধরিয়েছিলেন। ১৬ পরে জনমণ্ডলীর প্রবীণেরা বললেন, ‘বেঞ্জামিন থেকে যখন
নারীকুল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তখন বেঁচে থাকা লোকদের জন্য কেমন করে স্ত্রী ব্যবস্থা করতে পারি?’
১৭ তাঁরা আরও বললেন, ‘পাছে ইস্রায়েলের মধ্যে এক গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়, আমরা কেমন করে
বেঞ্জামিনের জন্য একটা অবশিষ্টাংশ বাঁচিয়ে রাখতে পারি? ১৮ কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে আমাদের
মেয়েদের বিবাহ দিতে পারি না, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা এই বলে শপথ করেছে যে: যে কেউ
বেঞ্জামিনকে মেয়ে দেবে, সে অভিশপ্ত হবে।’ ১৯ শেষে তাঁরা এই কথাও বললেন, ‘দেখ, শীলোতে
প্রতিবছর প্রভুর উদ্দেশে এক উৎসব পালিত হয়ে থাকে।’ (এই শীলো বেথেলের উত্তরদিকে,
বেথেল থেকে যে সোজা রাস্তা সিখেমের দিকে গেছে, তার পুবদিকে, এবং লেবোনার দক্ষিণদিকে
অবস্থিত)। ২০ তাই তাঁরা বেঞ্জামিনকে এই আজ্ঞা দিলেন, ‘যাও, আঙুরখেতে ওত পেতে থেকে ২১
চেয়ে দেখ: শীলোর মেয়েরা যখন দলবদ্ধ হয়ে নাচবার জন্য বের হয়ে আসবে, তখন তোমরা
আঙুরখেত থেকে বের হয়ে প্রত্যেকে শীলোর মেয়েদের মধ্য থেকে নিজেদের জন্য এক একটি
স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে বেঞ্জামিন এলাকায় চলে যাও। ২২ আর তাদের পিতা বা ভাইয়েরা যদি
তোমাদের বিষয়ে বিবাদ করতে আসে, তাহলে আমরা তাদের বলব: এদের সাহায্য করায়
আমাদের প্রতি সদয় হোন, কেননা যুদ্ধের সময়ে আমরা প্রত্যেকজনের জন্য স্ত্রী পেতে পারিনি;
তোমরাও দিতে পারতে না, দিলে নিজেরাই দোষী হতে।’ ২৩ বেঞ্জামিন-সন্তানেরা সেইমত করল:
যে মেয়েরা নাচছিল, তাদের মধ্য থেকে নিজেদের সংখ্যা অনুসারে স্ত্রী ধরে নিল; পরে রওনা হয়ে
তাদের উত্তরাধিকারে ফিরে গেল ও নগরগুলো পুনর্নির্মাণ করে সেগুলোতে বসতি করল।
২৪ একই সময়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখান থেকে প্রত্যেকে যে যার গোষ্ঠী ও গোত্রের কাছে ফিরে

গেল; তারা প্রত্যেকে সেই স্থান ছেড়ে যে যার উত্তরাধিকারের দিকে রওনা হল। ২৫ সেসময়
ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিলেন না; যে যার খুশিমত ব্যবহার করত।